ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 September, 2019 ■ আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং ■ ৭ আশ্বিন ১৪২৬ বঙ্গাব্দ বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সাথে মতবিরোধ, কংগ্রেস ছাড়লেন পিসিসি সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে তা বাস্তবে পরিণত হল। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন রাজপরিবারের সদস্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। শুধু সভাপতির পদই নয়, দলের প্রাথমিক সদস্যপদেও ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে তীব্র মতবিরোধের জেরেই তিনি দল ও প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

এ-সম্পর্কে প্রদ্যুৎ বলেন, এনআরসি ইস্যুতে কংগ্রেসের সাথে মতানৈক্যের জন্যই দল ও সভাপতি পদ ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর দাবি, কংগ্রেসের দ্বৈতমানের রাজনীতি বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। প্রদ্যুতের কথায়, কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতারা চাইছেন সুপ্রিম কোর্টে আমার দাখিলকৃত এনআরসি মামলা প্রত্যাহার করে নিতে। কিন্তু রাজ্যে অবৈধ বাংলাদেশিদের বিতাড়নের দাবির ভিত্তিতে এনআরসি মামলা থেকে সরব না, তার চেয়ে বরং দল ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছি। তাই ইস্তফাপত্র দলের সাধারণ সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, বলেন তিনি।

এদিন তিনি বলেন, দেশ ও জাতির সাথে বেইমানি করা সম্ভব নয়। অথচ, কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব সে-কথা বুঝতেই চাইছেন না। তাঁর কথায়, দেশ থেকে অবৈধ বাংলাদেশিদের বিতারণ করা খুবই জরুরি। নইলে, দেশের সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। তাঁর অভিযোগ, এনআরসি মামলা

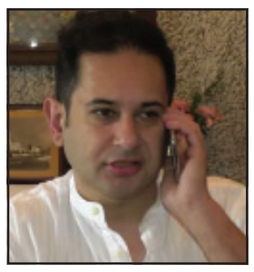

ছেড়ে দিতে বলেছেন। তাই, এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন।

আজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজের ফেইসবুক এবং টুইটার একাউন্টে নাম না করে কংগ্রেস নেতৃত্বকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, অনেক দিন বাদে ঘুম থেকে স্বচ্ছন্দ বোধ করছি। তিনি আরো লেখেন, আজ দিন শুরু করেছি অপরাধী এবং মিথ্যাবাদীদের কাছ থেকে কিছু না শুনে। তিনি দাবি করেন, এখন থেকে আমাকে সহকর্মীরা ল্যাং মারবেন কিভাবে সেই দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়েছি। মুক্তি পেয়েছি, দলবাজি এবং অহেতুক সমালোচনা থেকে। তাঁর কথায়, হাইকমান্ডের নির্দেশে এখন দুর্নীতিবাজদের প্রশ্রয় দিতে হবে না।

তিনি লেখেন, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অনুভব করেছি, সমাজে ভুল বিষয়কে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলাম না, তার প্রভাব মারাত্মকভাবে শরীরের উপর পড়েছে। অবশ্য সমাজের ভুল বিষয়গুলি আমাদের রাজ্যকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়াতে তাঁর এই বিদ্রোহী বার্তায় রাজনৈতিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়েছে।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রদ্যুৎ কিশোরকে ত্রিপুরার কংগ্রেস সভাপতি পদে দায়িত্ব দিয়েছিল এআইসিসি। তাঁর নেতৃত্বেই ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কংগ্রেস। অবশ্য, কংগ্রেসের সাথে তাঁর দীর্ঘকালের সম্পর্ক রয়েছে। ওই পারিবারিক বললেও ভুল হবে না।তাঁর বাবা মহারাজা কিরীট বিক্রম কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী হয়ে লোকসভার সাংসদ হয়েছিলেন। তাঁর মা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২২ লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা বাজেয়াপ্ত করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সীমান্ত পাচার বাণিজ্য বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল বিএসএফ। ভারত-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তে ৪৫৬০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক অরুণ কুমার বর্মা জানিয়েছেন, সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন এন সি নগর বিওপি এলাকায় সীমান্তে ৪৫৬০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে। যার বাজারমূল্য ২২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। তিনি জানান, আজ সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় কয়েকজন পাচারকারীদের সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ করেন এনসি নগর বিওপি-র জওয়ানরা। তিনি বলেন, ওই পাচারকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের দেখেও পাচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের সতর্ক করেন জওয়ানরা। কিন্তু তাতেও দমে যায়নি তারা। ফলে, বিএসএফ জওয়ানরা নন-ল্যাথেল অস্ত্র থেকে গুলি ছুড়েন তাঁরা। তখন ওই পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যান।

তিনি জানান, ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে বিএসএফ জওয়ানরা ৪৫৬০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে সোনামুড়া পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। এদিকে, পার্শবর্তী এলাকায় পাচারের সময় ৪ কেজি গাজা এবং ৩টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে বিএসএফ।

অরুণ কুমার বর্মা জানিয়েছেন, বিএসএফ এ-ধরণের অভিযান সীমান্তে জারি রেখেছে। আগামী দিনেও একইভাবে জারি থাকবে। সাথে তিনি যোগ করেন, সীমান্তে টহলদারি আরো জোরদার করার প্রক্রিয়া চলছে।

কর্পোরেট ট্যাক্সে ছাড় কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে রাজ্য উপকৃত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। কর্পোরেট ট্যাক্স কমানো সহ দেশের আর্থিক অবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সম্পতি যে সমস্ত ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে তার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ত্রিপুরায় শিল্প কারখানা গড়ে তুলতে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আজ বিকালে সচিবালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিনিয়োগকারীরা যাতে এখানে কৃষি, মৎস্য, পর্যটন, চা, রাবার, পরিকাঠামোর উন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে পারেন সেজন্য রাজ্য সরকার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করেছে। প্রয়োজনে ব্যাঙ্কগুলির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে। ব্যাঙ্কগুলিও এ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব নিয়েছে। ঋণ দেবার পরিমাণ তারা আগের চেয়ে ব'দ্ধি করেছে। রাজ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার সময় এখানে সি ডি রেশিও ছিল ৩৯ শতাংশ, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৬ শতাংশ। এই অল্প সময়ে সি ডি রেশিও ১৭ শতাংশ ব'দ্ধি পাওয়া একেবারে ছোট বিষয় নয়। তবে এতে তিনি সন্তুষ্ট নন বলে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জাতীয় ক্ষেত্রে গড় সিডি রেশিও হচ্ছে ৭৮ শতাংশের কাছাকাছি। খব কম সময়ের মধ্যেই জাতীয় ক্ষেত্রের এই হার ছোঁয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদ্যৎ ক্ষেত্রের উন্নয়নে ত্রিপুরায় এডিবি-র মাধ্যমে পাওয়া ১৯০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। ত্রিপুরার ছেলে-মেয়েরা যাতে এই প্রকল্পের সুবিধা নিতে পারেন সেজন্য তাদের এগিয়ে আসতে তিনি আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাবমে ২৫ একর জায়গার উপর স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলা হবে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব ৮ অক্টোবর এক বৈঠক ডেকেছেন। প্রতিবেশি রাষ্ট্র বাংলাদেশের শিল্পপতিরা যাতে এর সুযোগ নিতে পারেন সেজন্য সাবমকে বিশেষ করে চিহ্নিত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ফেনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরের পর জিরানীয়ায় পনের জন্য খুন গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। জিরানীয়ায় বিয়ের ১০ মাসের মধ্যেই শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করা হল এক গৃহবধূকে। মৃত গৃহবধূর নাম রুমা পাল। বাপের বাড়ি তেলিয়ামুড়ার মহারানীপুরে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এব্যাপারে মৃতার বাপের বাড়ির তরফ থেকে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে হত্যা সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে। রাজ্যে নারী নির্যাতন, গৃহবধূ হত্যা ও ধর্ষণের ঘটনা পিছু ছাড়ছে না। প্রায় প্রতিদিনই প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে চলেছে।

গতকাল রাতেও জিরানীয়া থানা এলাকায় এক গৃহবধূকে হত্যা করেছে তার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনেরা। জানা যায়, মাত্র ১০ মাস আগে গত অগ্রায়ন মাসে সামাজিক প্রথায় বিয়ে হয়েছিল মহারাণীপুরের রুমা পালের সঙ্গে জিরানীয়ার শিব দেববর্মার। বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা, সোনা গয়না, আসবাবপত্র সবকিছু মিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রুমার দাম্পত্য জীবন সুখের হয়ে উঠেনি। রুমার বাপের বাড়ির সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছিল না।

বাপের বাড়ির লোকজন আসলে তাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করা হত। রুমার উপর শুরু হয় অমানুষিক নির্যাতন। এরই শেষ পরিণতি ঘটেছে সোমবার রাতে। রুমাকে শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যা করে তার স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজনরা। পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে খবর দেওয়া হয় রুমার বাপের বাড়িতে। রাতেই রুমার মা সরস্বতী পাল ছুটে আসেন হাসপাতালে। ততক্ষণে রুমা বেঁচে নেই। তার নিথর দেহ হাসপাতালে পরে থাকতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন রুমার মা সরস্বতী পাল। মঙ্গলবার সকালে খবর পেয়ে ছুটে আসেন রুমার বাবা সহ অন্যান্য আত্মীয় পরিজনরাও। রুমার মা, বাবা সহ আত্মীয়স্বজনরা অভিযোগ করেন পরিকল্পিতভাবে রুমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। তার গলা এবং হাতে পায়ে দাগ রয়েছে। সে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেনি বলে দাবি জানান রুমার মা।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে এব্যাপারে অস্বাভাবিক মৃত্যুজনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। মৃত দেহটি ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়না তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই এটি আত্মহত্যা না হত্যাকাণ্ড সে বিষয়ে নিশ্চিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় ব্রাউন সুগারসহ পুলিশের জালে চার যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। শারদীয় উৎসবের প্রাকমুহূর্তে বড়সড় সাফল্য পেল আমবাসা থানার পুলিশ। দুর্গোৎসবে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখতে নেশা বিরোধী অভিযানে নামে আমবাসা থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ডলুবাড়ি বেতবাগান স্থিত সঞ্জিত রুদ্র পালের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ড্রাগস উদ্ধার করে পুলিশ। গোপন খবরের ভিত্তিতে এদিন আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাস গুপ্ত ও আমবাসা থানার পুলিশ এই বাড়িতে অভিযান চালায়।

প্রায় আধঘন্টা অভিযান চালানোর পর ১৩১ কৌটা ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে চারজন নেশা কারবারিকে আটক করে পুলিশ। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ডলুবাড়ী এলাকায় এই নেশা কারবারিরা তাদের নেশা সম্রাজ্য চালিয়ে যাচ্ছিল।

এদিন তাদের হাতেনাতে ধরে পুলিশ। এক সাক্ষাৎকারে আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আশিস দাশগুপ্ত জানায় গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১৩১ কোটা ড্রাগস উদ্ধার হয়। চারজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ চালাবে পুলিশ। এই অভিযানে মোট ৮.৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে আগামীদিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

বৃষ্টিস্নাত রাজধানী আগরতলা শহরের রাজপথ। মঙ্গলবার দুপুরে তোলা নিজস্ব ছবি।

এগার দফা দাবীতে খুমুলুঙে আইএনপিটির মিছিল সমাবেশ

নিজস্ব প্রনিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। আইএনপিটি'র ডাকে মঙ্গলবার এডিসির সদর কার্যালয় খুমুলুঙ সংলগ্ন এলাকার উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষার লক্ষ্যে এক মিছিল ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, সম্পাদক সহ অন্যান্যরা সামিল হন। মিছিল শেষে সেখানে জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উপজাতিদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ১১ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মঙ্গলবার খুমুলুঙ-এ আইএনপিটির কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এর আগে দলীয় কর্মীসমর্থকদের মিছিল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মিছিলে অংশ নিয়ে আইএনপিটি'র সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা অভিযোগ করেন, বিগত ১১ মাসে রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার রাজ্যে জনজাতি বিরোধী কার্যকলাপ সংগঠিত করে চলেছে। জনজাতি বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সকল অংশের জনজাতিদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ আন্দোলন ছাড়া রাজ্যের ভূমিপুত্রদের জাতিসত্বা বিকাশ এবং মৌলিক অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হবে না। মোট ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আইএনপিটির আন্দোলনে সামিল হচ্ছে বলে তিনি জানান।দাবিগুলির যৌক্তিকতা বিশ্বেষণ করে তিনি বক্তব্য রাখেন।

আইএনপিটির আন্দোলনের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, রাজ্যে অবিলম্বে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীকরণ চালু করা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ২০১৬ লোকসভায় পেশা না করা, ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে এডিসি এলাকার ভূমির সমস্ত ধরনের ক্ষমতা এডিসিকে হস্তান্তর করে এবং কেন্দ্র থেকে সরাসরি অর্থ প্রদান সহ এডিসিতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করা, এডিসি এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু করা, রোমন হরফেরগ মাধ্যমে ককবরক ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তপশীলে অন্তর্ভুক্ত করা, কেন্দ্রীয় আইন ২০০৬ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা, কাঞ্চনপুর মহকুমার মনু ছৈলেংটা এডিসি ভিলেজে প্রস্তাবিত বিএসএফ এর ফায়ারিং রেঞ্জ স্থাপন না করা, এডিসি এলাকায় অ-জনজাতিদের ভূমি বন্দোবস্ত না দেওয়া, রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তরে পড়ে থাকা তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত শূন্যপদে চাকরি অবিলম্বে স্পেচিয়াল রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ এর মাধ্যমে পূরণ করা প্রভৃতি। জনজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষার আন্দোলনে সব শ্রেণির জনজাতিদের ঐকবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্যও ডাক দিয়েছে আইএনপিটি।

চার ছাত্র নেতাকে মুক্তি না দিলে ফের কৈলাসহর বন্‌ধের হুমকি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলা বন্‌ধ চলাকালে এনএসইউআই'র জেলা সভাপতি সহ চারজনকে এখনও মুক্তি না দেওয়ার প্রতিবাদে আবারও কৈলাসহরে বন্‌ধ ডাকার হুমকি দিয়েছে কংগ্রেস দল। অবিলম্বে তাদেরকে জেল হাজত থেকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে।

গত বারো সেপ্টেম্বর কৈলাহর ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের ডাকে চব্বিশ ঘণ্টার ঊনকোটি জেলা বন্‌ধ ছিল। কৈলাসহর কলেজে দুই ছাত্র সংগঠনের মধ্যে মতভেদকে কেন্দ্র করে বিভেদ চরম আকার ধারণ করে। এরই জেরে কৈলাসহরে কংগ্রেস অফিস আক্রান্ত হয়। এরই প্রতিবাদে বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল কংগ্রেস। ঐদিনই কৈলাসহর থানার পুলিশ ঊনকোটি জেলা এনএসইউআই সভাপতি জুবের আহমেদ খান এবং তিন এনএসইউআই কর্মী নজরুল ইসলাম (সানু), ইঞ্জামুল ইসলাম ও বাসিদ আলি সহ মোট

চারজনকে অ্যাম্বুলেন্স ভাঙার দায়ে গ্রেপ্তার করে পরের দিন আদালতে পাঠালে আদালত চৌদ্দদিনের জেল হাজত দেয়। চারজনই বর্তমানে কৈলাসহর জেলে রয়েছে।

সেদিন থেকেই কংগ্রেস দল দাবি করে আসছিল যে, পুলিশ মিথ্যা মামলায় চার ছাত্র নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। অবিলম্বে এবং খুব শীঘ্রই যদি পুলিশ চার ছাত্র নেতাকে জামিনের ব্যবস্থা না করে এবং মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার না করে তাহলে কংগ্রেস খুব শীঘ্রই কৈলাসহরে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং প্রয়োজনে কংগ্রেস পুজার আগে আবার কৈলাসহরে বন্‌ধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের ১২টি পিছিয়ে পড়া ব্লকের উন্নয়নে পরিকল্পনা নিল সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজী ২০১৪ সালে দেশের শাসনভার গ্রহণ করার পর দেশের ১১৭টি জেলাকে পিছিয়ে পড়া জেলা হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এরমধ্যে আমাদের রাজ্যের ধলাই জেলাও রয়েছে। সেই জেলাগুলিকে 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রামের' মাধ্যমে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় সেই বিষয়েও উদ্যোগে 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রাম (টি এ বি পি)' শীর্ষক একদিবসীয় কর্মশালার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথাগুলি বলেন।

উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পিছিয়ে পড়া ধলাই জেলার উন্নয়নের পাশাপাশি ১২টি পিছিয়ে পড়া ব্লকের উন্নয়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। ব্লকগুলি হলো ধলাই জেলার ছামনু, মঞ্জিয়াকামী, তুলাশিখর, উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া, দশদা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার রূপাইছড়ি ব্লক। ব্লকগুলির উন্নয়ন করতে যেসব ক্ষেত্রের উপর বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে অর্থ ব্যয় করা হবে তা হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্ঠি ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, শিক্ষাক্ষেত্রে ২০ শতাংশ, জীবিকা ও দক্ষতার উন্নয়নের ১৫ শতাংশ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। ব্লকগুলির উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যে সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছে তা ইতিমধ্যেই রূপায়ণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। আগমী ৩ বছরের মধ্যে এই ব্লকগুলিকে উন্নতিশীল ব্লকে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন দপ্তর বিভিন্ন সহযোগী দপ্তরের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ব্লকগুলিকে উন্নয়ন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, গরীব, কৃষক ও ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া বাজারে গণহারে চুরি পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ।। গন্ডাছড়া বাজারে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুঃসাহসিক চুরি। মঙ্গলবার ভোর রাতে গন্ডাছড়া বাজারের কাপড়ের ব্যবসায়ী অভিজিৎ রায়ের দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনাটি ঘটে। চোরের দল দোকান ঘরের জানালা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে কেস বাক্স থেকে নগদ ৭০ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। আজ সকালে দোকানের এক কর্মচারী দোকন খুলতে এসে দোকান চুরির ঘটনাটি সামনে আসে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।

পুলিশ এসে দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তদন্ত করছে। একই দিনে অন্য আর একটি চুরির ঘটনা ঘটে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ স্মৃতি বিদ্যা ভবন দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। সোমবার মধ্য রাতে এই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের মিড-ডে মিলের রান্না ঘরের তালা ভেঙে তেল , আলু, মরিচ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র নিয়ে যায়। পরে বিদ্যালয়ে সারা রাত পর্যন্ত চলে চুরের দলের পিকনিক। স্কুলের নাইট গার্ড ঘটনাটি দেখে চোরে দলতে দাওয়া করতে গেলে উল্টো চোরের মুখে প্রাণনাশের হুমকি শুনে নাইট গার্ড স্কুলের আশপাশের বাড়ি ঘরের মানুষ জনদের ডাকতে গেলে এই সময় চোরের দল পালিয়ে যায়।

এই দিন চুরের দলটি শুধু মিড ডে মিলের রান্না ঘরের জিসিপত্রই চুরি করে নি, তারা স্কুলের কেনটিন ঘরেও হামলা করে। দরজা ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে পানীয় জলের বোতল থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের খাবারের জিনিসপত্র চরি করে নিয়ে যায়। কেনটিনের মালিক গীত দেবনাথ জানান নগদ এক হাজার টাকা সহ প্রায় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকার মাল তার চুরি হয়েছে। গত বেশ কয়েক বছরে তিন তিনবার তার দোকান চুরির ঘটনায় তিনি ভেঙে পড়েন। একদিকে সারারাত ধরে স্কুলে তান্ডব লীলা চললেও তাদের দমানোর মত কেউ ছিল না। অথচ স্কুল থেকে মাত্র ২০০ মিটার দুরে গন্ডাছড়া মহকুমার পুলিশ আধিকারিকের অফিস। এহেন পুলিশের ভূমিকায় অভিভাবক মহলে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ৩৪১ ◘ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ৭ আশ্বিন ◘ বুধবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এনআরসি ও ত্রিপুরা

না, ধনুর্ভঙ্গ পণ হইতে একচুল নাড়িলেন না মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তিনি যেমন ঝড়ের বেগে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের দায়িত্বভার তুলিয়া নিয়াছিলেন তেমনি বিদায়ও নিলেন ঝড় তুলিয়া। এনআরসি ইস্যুতে দলের হাইকমান্ডের নির্দেশ উপেক্ষার মধ্য দিয়াই তিনি ত্রিপুরা প্রদেশের সভাপতি তথা কংগ্রেসের প্রাথমিক সদস্যপদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন। ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করিয়াছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। দলের হাইকমান্ড সেই মামলা তুলিয়া নিতে প্রদ্যুৎ কিশোরকে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি এই চাপের কাছে নতি স্বীকার না করিয়া দলের সঙ্গে একেবারেই সংস্রব ছিন্ন করিয়া দিলেন। মঙ্গলবার তিনি নিজেই সাংবাদিকদের এই পদত্যাগের সংবাদ জানাইয়া দেন। এই ঘটনা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, ত্রিপুরায়ও এনআরসি চালুর দাবীতে আগামী দিনে জোরদার আন্দোলন সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। প্রদ্যুৎ কিশোর এনআরসি চালুর দাবী ও দল ছাড়ার ঘটনায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই বিজেপির পক্ষে রাজনৈতিক সুবিধা আনিয়া দিল। কারণ, বিজেপি সারা দেশেই এনআরসি চালুর পক্ষে। ত্রিপুরায় এনআরসি চালুর দাবীতে প্রদেশ বিজেপি তেমন সোচ্চার না হইলেও পশ্চিমবঙ্গে তাহা চালু করিতে দল অনেক বেশী সরব। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি আতংকে আত্মহত্যার মতো ঘটনারও খবর পাওয়া যাইতেছে।

একথা সত্যি যে, ত্রিপুরায় আগামীদিনে উপজাতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এনআরসি বড় ফ্যাক্টর হইয়া উঠিতেছে। প্রদ্যুৎ কিশোর সেই হিসাবেই রাজনীতির দাবার ঘুটি সাজাইয়াছেন বলা যাইতে পারে। উপজাতিদের কাছে টানিবার ইহাই মোক্ষম অস্ত্র এনিয়ে সন্দেহ নাই। কারণ উপজাতিদের কাছে টানিবার সব অস্ত্রই এখন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে। হয়তো আগামী দিনে প্রদেশ বিজেপিও উপজাতিদের মন পাইতে এনআরসি ইস্যুকে কাজে লাগাইবে। কিন্তু, ত্রিপুরায় তাহা চালু করিবার উদ্যোগ নিলে তো লোম বাছিতে কম্বলই উজার হইয়া যাইবে। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ইতিমধ্যেই উপজাতিদের মধ্যে সংযোগ বাড়াইয়াছেন। ত্রিপুরায় কংগ্রেস রাজনীতিতেও মূল কেন্দ্র বিদন্দুতেই ছিলেন উপজাতিরা। উপজাতি রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গেও তাঁহার সখ্যতা আছে। একথা বলিবার অপেক্ষা রাখে না যে, ত্রিপুরায় শুধুমাত্র উপজাতিদের নিয়া রাজনীতি ব্যাপক সাফল্য আনিতে পারে না। কারণ রাজ্যের ক্ষমতায় বসিতে গেলে পাহাড়ি বাঙালী উভয় অংশের সমর্থন ছাড়া অসম্ভব। যদি প্রদ্যুৎ কিশোর রাজনীতি হইতে সন্ন্যাস নিবার মনস্থির করেন তাহা হইলে তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকিতে পারেন। কিন্তু, রাজনীতির ময়দানে অনেক হিসাব কাজ করে। এনআরসি চালুর দাবীর পিছনেও বিজেপির রাজনৈতিক স্বার্থ আছে। আর সেই হিসাব ও অংক করিয়াই দল আগাইতেছে। সবই হিসাবের রাজনীতি। পশ্চিমবঙ্গে তো তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিএম তিন দলই এনআরসি চালুর ঘোর বিরোধী। বিজেপি এই নাগরিকপঞ্জী চালুর দাবীতে অবিচল আছে। আগামীদিনে এই নাগরিকপঞ্জীই রাজনীতির অস্ত্র হইয়া দেখা দিবে।

এই ত্রিপুরার পরিস্থিতি তো ভয়াবহ। এখানে ১৯৭১ সালের পর বহু বাংলাদেশী এখানে বসতি গড়িয়াছে। যদি ত্রিপুরায় ৭১ সালকেই ভিত্তি বর্ষ ধরা হয় তাহা হইলে বিপুল সংখ্যক মানুষকেই বিদেশী তকমায় ভূষিত করিতে হইবে। এরাজ্যে এনআরসি চালু হইলে তাহা সামাল দেওয়া কঠিন হইবে না। বিজেপি নেতারা তো সহজ সত্যি কি ভালই জানেন। লোম বাছিতে যে কম্বল উজার হইয়া যাইবে তাহা কে না জানে? আগামীদিনে উপজাতি ভিত্তিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এই নাগরিকপঞ্জীই প্রধান ইস্যু হইয়া উঠিতে পারে। প্রদ্যুৎ কিশোর কি সেই অংকই করিয়াছেন? একথা অনেক বেশী সত্যি যে, ত্রিপুরার রাজা কিরীট বিক্রমও কংগ্রেস দলে যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের টিকিটে সাংসদও হইয়াছিলেন। রাজমাতা বিভু কুমারী দেবীও কংগ্রেসে থাকিয়াই রাজনীতি করিয়াছেন। তিনিও উপজাতিদের সম্মেলনে অংশ নিয়া এক সময় রাজ্যে ঝড় তুলিয়াছিলেন। যত ঝড়ই উঠুক বিভূকুমারী কংগ্রেস ছাড়েন নাই। কিন্তু, প্রদ্যুৎ সেই ঐতিহ্যের অবসান ঘটাইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন তিনি বিদেশী বিতাড়নের পক্ষে। তাঁহার এই অবস্থান রাজনীতিতে নতুন প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে। প্রদ্যুৎ কিশোর উপজাতিদের নিয়া রাজনীতিতে মাটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এই মাটি হয়তো তাঁহার রাজনৈতিক সাফল্য আনিয়া দিবে।

একথা ভুলিয়া গেলে চালিবে না যে, এই ত্রিপুরার মহারাজারা ছিলেন বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। রাজ কর্মচারীদের সিংহভাগই ছিলেন বাঙালি। রাজমালা রচিত হইয়াছিল বাংলাতেই। বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার উপজিব্য নাটক ইত্যাদি রচনা করিয়া রাজ পরিবারকে অন্যমাত্রা দিয়াছিলেন। বাংলাভাষা ও বাঙালীদের প্রতি রাজ আনুকুল্য কতখানি ছিল তাহা নতুন করিয়া বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিহাসকে গুরুত্ব না দিয়া যদি আগামী দিনের পথ রচিত হয় তাহা হইলে অবিচারের সুযোগ থাকিয়া যাইবে। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ত্রিপুরায় বসতি গড়িতেছে। ইহা অস্বীকারের সুযোগ নাই প্রদ্যুৎ কিশোর নাগরিকপঞ্জী চালুর দাবী হইতে সরিয়া আসিতে নারাজ। আজ দলের বিরুদ্ধে তাহার এই বিদ্রোহকে কোনও ভাবেই খাটো করিয়া দেখিবার সুযোগ নাই।

বঙ্গজুড়ে এনআরসি আতঙ্ক : ১ অক্টোবর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বিগত এক সপ্তাহের মধ্যে অকালেই প্রাণ গিয়েছে ৬ জনের। যে মৃত্যুর সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)-র নাম জড়িয়ে গিয়েছে সহজেই। বঙ্গবাসীকে এনআরসি নিয়ে শুধু শুধু ভয় না পাওয়ার জন্য অভয়ও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহের মধ্যেই আগামী ১ অক্টোবর কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) এবং নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা, জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে সম্ভবত সেই আতঙ্ক দূর করতেই বক্তব্য রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভিটে হারানোর আতঙ্ক এখন বহু বঙ্গবাসীর মনে। এনআরসি-র চিন্তায় হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন বাড়ির পুরনো দলিল, কাগজপত্র। কেউ খুঁজে পাচ্ছেন, কেউ আবার খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে চিন্তা বাড়ছে। সবমিলিয়ে এনআরসি আতঙ্ক গ্রাস করেছে বঙ্গবাসীকে। এমতাবস্থায় আগামী ১ অক্টোবর কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কী বার্তা দেন, সে দিকেই তাঁকিয়ে বঙ্গবাসী।

জীবনতলায় ফের শুটআউট, গুলিবিদ্ধ তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যার ছেলে

জীবনতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাতের অন্ধকারে গুলির শব্দে আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলায়। জীবনতলা থানার অন্তর্গত কালিকাতলা এলাকার ঘটনা। দুষ্কৃতীদের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছেন ইসমাইল শেখ নামে একজন যুবক। তিনি কালিকাতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যা হাজরা শেখের ছেলে। সোমবার রাতেই গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনার পিছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে জীবনতলা থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সোমবার রাতে নিজের বাড়ির সামনে একটি চেয়ারে বসে মোবাইলে কথা বলছিলেন ইসমাইল। সেই সময় বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে পালিয়ে যায়। গুলির শব্দ ও ইসমাইলের চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষজন ছুটে আসেন। তাঁকে উদ্ধার করে সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। ঘটনার খবর পেয়ে এসডিপিও ক্যানিং দেবী দয়াল কুন্ডুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী রাতেই যায় ঘটনাস্থলে। ঘটনার তদন্ত পুলিশ শুরু করলেও এই ঘটনায়, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

কর্ম এবং বেদনার অপূর্ব সঙ্গম

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

গান্ধীজির একটা নিপুণ ছবি আমরা পাই ১৯৩৪-'৩৫ সালে জেলে বসে লেখা জওহরলাল নেহরুর আত্মজীবনীতে। অত্যন্ত সহৃদয়, মানবিক ব্যবহারের মধ্যেও যে দৃঢ়তা তাঁর, সেই ছবিটাই উঠেসে ১৯২০ সালের এক সভার বর্ণনায়। সভা ছিল এলাহাবাদে, ডেকেছিল মুসলিম লিগ, সৈয়দ রেজা আলির বাড়িতে। সেই সময় খিলাফত আন্দোলনে মুসলিমদের ব্রিটিশবিরোধী লড়াই ও গান্ধীজির কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের বোঝাপড়া চলছে। সে সভায় গান্ধীজির বলার ধরন ও বক্তব্যে রীতিমতো চমৎকৃত নেহরু। তেরো-চোদ্দো বছর পর দৃশ্যটার বর্ণনা করছেন---তিনি (গান্ধীজি) সুন্দর বললেন, ওঁর ওই একনায়কতন্ত্রী ভঙ্গিতে। তিনি বিনীতভাবে বললেও নিজের বক্তব্যে ছিলেন চাঁচাছোলা এবং হীরের মতো কঠিন। নম্রস্বর, প্রীতিকর কিন্তু অত্যন্ত একাগ্র এবং অটল। ওঁর চোখ ছিল শান্ত ও গভীর, কিন্তু সেই চোখ থেকেই ঠিকরে বেরচ্ছিল প্রবল শক্তি ও প্রত্যয়। এ এক ভয়ানক সংগ্রাম হতে চলেছে---তিনি বললেন---একে অতি বলশালী প্রতিপক্ষের সঙ্গে। যদি সেই যুদ্ধে নামতে চাও তো সব কিছু হারানোর জন্য তৈরি থেকো। এবং চেষ্টা করো নিজেকে কঠিনতম অহিংস শৃঙ্খলায় বাঁধতে। যুদ্ধ একবার ঘোষণা হয়ে গেলে জঙ্গি শাসন জারি হয়। এবং আমাদের অহিংসা সংগ্রামেও জিততে হলে নিজেদের তরফে বহাল রাখতে হবে একনায়কতন্ত্র ও সামরিক শাসন। তোমাদের পূর্ণ অধিকার আছে আমাকে ছুড়ে বাইরে ফেলার, আমার মুণ্ডপাত করার এবং যখনই মনে করবে আমাকে যেমনটি চাও শাস্তি দেওয়ার, তবে যতক্ষণ অবধি তোমরা আমাকে তোমাদের নেতা মানছ তোমাদের মনে চলতে হবে আমার শর্ত। তোমাদের স্বীকার করে নিতে হবে একনায়কত্ব এবং সামরিক শাসনবিধান। তবে সেই শাসন হবে তোমাদের সদিচ্ছার অনুগত এবং তোমাদের অনুমতি ও সহযোগিতার ওফর নির্ভরশীল। যখনই মনে করবে ঢের হয়েছে, তৎক্ষণাৎ আমাকে বিতাড়িত করো, পায়ের তলায় মাড়িয়ে দাও। আমি অভিযোগ করব না। আজকের এই লেখাটির জন্য সম্পাদক একটা ছোট্ট, গর্ভবতী বাক্যে (Pregnant pause হলে গর্ভবতী বাক্যই হবে না কেন ? Pause কি Feminine gender?) প্রস্তাব রেখেছিলেন 'গান্ধী মানে কী?'

রচনার বিষয়টা শোনার কয়েক দণ্ড পর স্বাগত প্রশনেগুলো জাগতে শুরু করল। 'গান্ধী মানে কী?'-টা কিছুটা 'যুধিষ্ঠির মানে কী?'-র মতো শোনাচ্ছে না? 'ধর্ম! ধর্ম! ধর্ম!' কত কতবার যে শব্দটা আমাদের শুনতে হল মহাভরতে ভীষ্মর মুখে, বিদুরের মুখে, ব্যাসের মুখে, নারদের মুখে—সবচেয়ে বেশি যুধিষ্ঠিরও ধৃতরাষ্ট্রর মুখে--- অবিরাম অফুরন্তভাবে পুনরুক্ত। বকবেশী ধর্মের দ্বারা হ্রদপ্রান্তিক পরীক্ষার সময় যুধিষ্ঠির দু'-দু' বার ব্যবহার করেছেন শব্দটির এক নিখুঁত প্রয়োগ রূপ—'স্বধর্ম'। 'স্বধর্ম' ও 'স্বধর্ম' যেন ধর্মের দুই বাহু। যুধিষ্ঠির তাঁর পরীক্ষায় বলছেন, 'স্বধর্মে নিষ্ঠই তপস্যা' এবং 'স্বধর্মে স্থিরতাই স্থৈর্য'। তাতে বুদ্ধদেব বসু প্রশ্ন তুলেছিলেন তাঁর 'মহাভারতের কথা' -য় স্বধর্ম তাহলে কী ? যুধিষ্ঠির ওই শব্দের দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন, আর গীতার উক্তিকেই বা কোন অর্থে আমরা গ্রহণ করব?

এহেন অজস্র প্রশ্ন জুড়ে যায় মনে আধুনিক ভারতের স্বধর্মে ও স্বকর্মে গীতার ব্যাখ্যা বা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রসঙ্গেও। যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনের ভরকেন্দ্রে ছিল দু'টি সংকল্প---অহিংসা ও সত্যাগ্রহ। হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন তত্ত্ব ও সংস্কার থেকে আহৃত 'অহিংস' শব্দটিকে বিস্তৃত দ্যোতনায় ব্যবহার করেছিলেন গান্ধীজি। বলেছিলেন, মিথ্যা বর্জন (নচেৎ সত্যের হত্যা হয়) হনন বর্জন, হননের ইচ্ছা ও হিংসাত্বক চিন্তা বর্জন---এই হল অহিংসা অভিযানে প্রথম অস্ত্র।

এই অহিংসার বার্তা গান্ধীজির শিক্ষাদানে এক প্রধান ভূমিকা নেয়। অহিংসাকেই বলেছিলেন তাঁর জীবনসত্য। তাঁর কথায়। যখন সত্যানুসন্ধীনের পথে বেরই ততই অনুভব করি—সব কিছুকেই ধারণ করে সত্য, সত্য সবই বোঝে। তাই প্রায়াই এই অনুভূতিতে আক্রান্ত হই যে

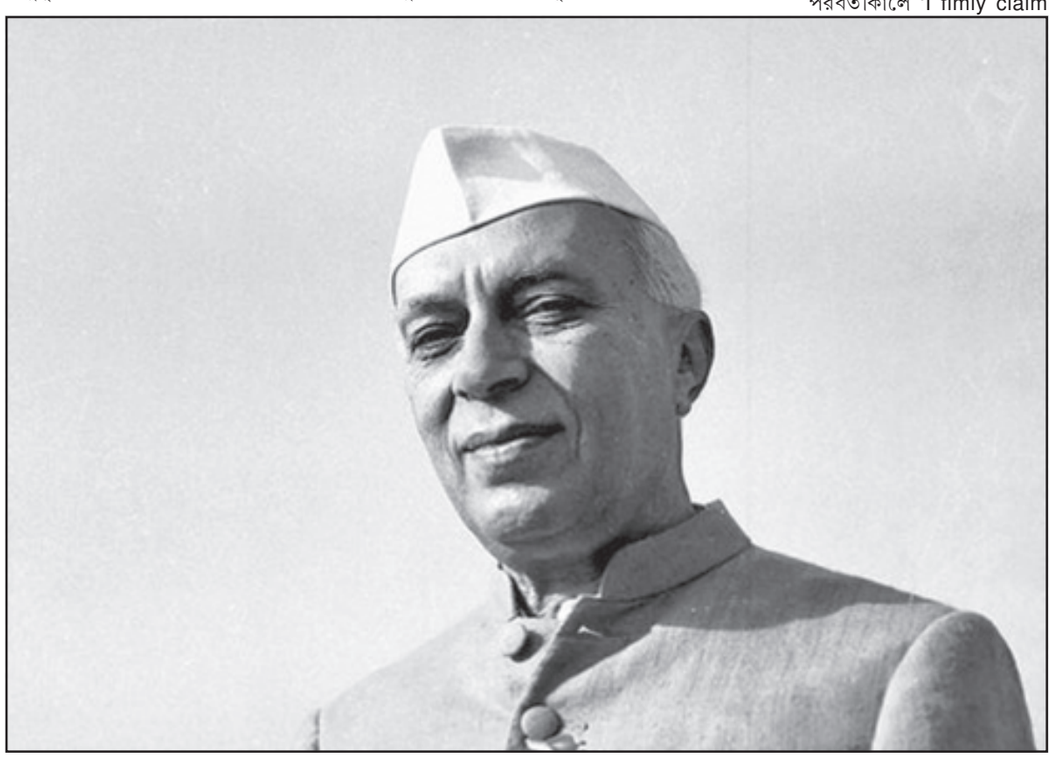

অহিংসাই সত্য, এর বিপরীতটা সত্য নয়। সত্য অহিংসর চেয়ে দৃঢ় গভীর সত্য হল অহিংসাই সত্য। যার থেকে উৎপন্ন হয় প্রেম ও কোমলতা।

অংহিসাকে গান্ধীজি মনে করতেন বীরের ধর্ম;কাপুরুষের বর্ম বা আত্মরক্ষার কবচ নয়। 'নন-ভায়োলেন্স ইন পিস অ্যান্ড ওয়ার'-এ লিখছেন তিনি। অহিংসাকে যথার্থ ধর্মবিশ্বাস হয়ে উঠতে হলে তাকে হতে হবে সর্বত্রগামী। আমি কোনও একটি ক্ষেত্রে অহিংস হলাম, কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে নয়— তাহলে সেটা একটি নীতি বা ছক হবে। জীবনীশক্তি নয়।

কোনও ভাল কিছুর লক্ষ্যেও হিংসার প্রয়োগ অনুমোদন করেননি গান্ধীজি। কারণ, তাঁর মতে, 'হিসাং যখন মঙ্গলার্থেও হয়, সেই মঙ্গল স্বল্পস্থায়ী। আর সেই প্রয়োগের যা কুফল, তার শেষ নেই।'

গান্ধীজির জীবনধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ সত্যাগ্রহ, যার সরল সত্য হল সত্যের প্রতি দৃঢ় আত্মোৎসর্গ, সতবদ্ধতা। গান্ধীজির বিবেচনায় সত্যাগ্রহ হল এক কর্মপ্রযুক্তি। প্রথমদিকে কিন্তু তিনি শব্দটিকে Passive resistancc'বা অসহযোগ প্রতিরোধ হিসেবে দেখছিলেন। তাতে 'সত্যাগ্রহ' ধারণাটির ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। গান্ধীজীর স্বীয় লক্ষ্যের দূরবর্তী যা। এরিক এইচ এরিকসন তাঁর "Gandhi's Truth''

"Satyagraha was the Sanskritic combination Gandhi later chose as a name for his way of life and of action.....'Truth and 'Foece' in literal translation.

সত্যাগ্রহের ধারণা ও প্রয়োগ গান্ধীবাদের হৃদয় ও আত্মা। এ হল সেই তত্ত্ব,যা হিংসাকে বর্জন করে, কিন্তু সংগ্রামকে নয়। অহিংসার মতো সত্যাগ্রহও কোনও নিস্ক্রয় ধর্মাচরণ বা কর্মযজ্ঞ নয়, গান্ধীজির এ হল এক অতুল আবিষ্কার ও নির্মাণ। প্রকৃত গান্ধীবাদীদের মতে, গান্ধীজি জীবনভর যা বলেছেন ও করেছেন তার সবই সত্যাগ্রহ। গান্ধীজি সত্যাগ্রহকে আত্মপীড়া হিসেবেও দেখেছেন, যে পীড়নের ব্যথা, বেদনা হৃদয়ের কাছে মূল্যাবান হয়।

তো এই স্বধর্মে অটল, গভীর মনের মানুষটা পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষের কাছে এত সহজ, সুন্দর গ্রহণযোগ্য হলেন কী করে? এককথায় এই হল 'গান্ধীরহস্য', অথবা গান্ধীত্বর মূলমন্ত্র। গান্ধীজি তাঁর বার্তা প্রেরণ শুরুই করেছিলেন সন্তর্পণে গড়ে তোলা একগুচ্ছ প্রতীকী পদক্ষেপ দিয়ে। দেশের ব্যাপক, বিস্তীর্ণ জনসংখ্যার কথা ভেবে দক্ষিণ আফ্রিকা ফেরত আইনজীবী ধুতি, খদ্দর, চটি ও কাপড়ের টুপি ধরলেন, জনসংযোগেরজন্য পোস্ট কার্ডে চিঠি লেখা চালু করলেন এবং থাকতে লাগলেন মাটির বাড়িতে। অচিরে চরকা ও খাদি হয়ে উঠল স্বনির্ভরত। স্বাদেশিকতার সুনিষ্ঠ প্রতিমা। একুশ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে (১৮৯৩-১৯১৪) অহিংস আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ন'বার জেল খাটা হয়ে গিয়েছিল তাঁর, এ খবর ভারতীয় জনগণের কাছে ছড়াতে শুরু করল যখন ১৯১৭ সাল থেকে এদেশে তিনি ক্রমাগত গ্রেপ্তার হতে শুরু করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও চাঞ্চল্যকর হল ১৯২২ সালের ১০ মার্চের গ্রেপ্তারি এবং সংশ্লিষ্ট অপারধে দু'বছরের কারাবাস (তিনি ইয়েরভেড়া জেল থেকে মুক্ত হন ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪)। অপরাধটা কী ?, না, সবরমতী আশ্রমে বসে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধ লেখা, যাতে দোষ হল 'সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব','জনগণকে প্ররোচিত করা' এবং 'ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মানুষকে বিরূপ করে তোলা'। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে ইংরেজ জজ মন্তব্য করেছিলেন। 'আমি যেসব মানুষের বিচার করেছি বা ভবিষ্যতে করব, তাদের থেকে আপনি একেবারেই ভিন্ন। দেশের কোটি কোটি মানুষের চোখে আপনি একজন মহৎ দেশপ্রেমী ও নেতা। এমনকী, যাঁরা আপনার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁরাও আপনাকে উচ্চ আদর্শের এক অভিজাত, সাত্ত্বিক মানুষ জ্ঞান করেন।'

এই মামলায় সাংবাদিকতা ছাড়াও নাগরিক প্রতিরোধ ও অসহযোগের বাড়াবাড়ি বিচার্য ছিল। গান্ধীজি নিজেও প্রতিরোধ ও অসহযোগের বেলাগাম দাপাদাপিতে লজ্জিত ও মর্মাহত হয়েছিলেন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জজ স্যর টমাস স্ট্র্যাংম্যানকে বলেছিলেন, ''মাননীয় জজ সাহেব, এখন আপনার সামনে দু'টি রাস্তাই খোলা। হয় পদে ইস্তফা দিন, নয়তো আমাকে চরম শাস্তির বিধান দিন।''

জজ তো রাজদ্রোহের কারণে ওঁকে ছ'বছরের কারাদণ্ড দিয়ে (চার বছর পরেই অবশ্য ছাড়া পাড়) হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন প্রায়, কিন্তু আন্দোলনের রুক্ষ মূর্তিতে হতাশ গান্ধীজি জেলখানাতেই পাপক্ষালনের জন্য অনশনে যান। সেই সঙ্গে তাঁর এক নতুন বিশ্বাস জাগে সাংবাদিকতার শক্তিতে। সাংবাদিকতা ও ভজন গান শোনা ওঁর পরবর্তী সংগ্রামী জীবনের নির্ভর হয়। এবং এতেই তিনি সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেলেন। গান্ধীজি একটু এখটু করে হলেন 'মহাত্মা'।

বিদেশে পড়াশোনা করে ফেরা এবং পশ্চিম ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জওহরলাল নেহরু রীতিমতো তাজ্জব হতেন গান্ধীজির অপরিমেয় জনসংযোগ ক্ষমতায়। কিন্তু বিব্রত হলেন গান্ধীজির থেকে থেকেই 'রামরাজ্য' ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগে। লিখেওছেন তিনি গান্ধীজির কিছু কিছু শব্দের ব্যবহারে আমার খটকা লাগত। তিনি প্রায়শই স্বর্ণযুগের বর্ণনা হিসেবে রামরাজ্যের কথা তুলতেন, তখন আমি নিজেকে বোঝাতাম তিনি হয়তো কথাটা বলেন কারণ সেটা সবারই জানা এবং সহজেই বোধগম্য হলে।

তবে নেহরুর মতো শিষ্যদের আশ্বস্ত করার জন্য গান্ধীজি এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'রামরাজ্য বলতে আমি হিন্দু রাজ্য বোঝাইনি। রামরাজ্যের মানে ভগবানের রাজ্য। রাচমন্দ্রের প্রাচীন রাজ্য চালিত হত প্রজাবৃন্দের সুখসম্পাদনের জন্য। মনে রাখতে হবে প্রজাগণের বিরূপ প্রতিইক্রয়ার কারণে তিনি পত্নী সীতাকে বনবাসেও পাঠিয়েছিলেন।

হিন্দুরাজ্য হিসেবে 'ভারতবর্ষ'-কে তুলে না ধরার শিক্ষা গান্ধীজি নিয়েছিলেন, তাঁর স্বনির্বাচিত গুরু রুশ মহালেখক লিও তলস্তয়ের থেকে। গান্ধীজিকে গভীর সমাদরেরসঙ্গে দেখেও তিনি বলেছিলেন, 'except for his Hindu patriotism,which spoils everything,' (Tolstoyu: Henri Troyat, P.879) এই শিক্ষা থেকেই মহাত্মা বলতে পেরেছিলেন পরবর্তীকালে 'I fimly claim that human mind or human society is not divided into water-tight compart-ments called social, political and religious. All act and react upon one another.'

'আত্মাজীবনী' প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখায় নিরত জওহরলালকে গান্ধীজি সাংবাদিকতা ছাড়তে নিষেধ করেছিলেন। যদিও জনতার সঙ্গে মেশার সবচেয়ে মরমি মাধ্যমটিকে শুদু নিজের মতো বুকে আঁকড়ে রেখেছিলেন—ভজন গান। এই ভজন শোনাই ছিল তাঁর আত্মশদ্ধির নির্জন পথ। সে ভজনের এক সেরা নমুনা পঞ্চদশ শতকের গুজরাতি সাধক গীতিকার নরসিংহ মেহতার রচনা—

বৈষ্ণব জন তো, তেনে কহিয়ে
যে পীড় পরায়ি জানে রে,
পর দুঃখে উপকারা করে তো ইয়ে
মান অভিমান না আনে রে.....

বেহাগ খাম্বাজে বসানো এই দীর্ঘ ভজনটি এক আশ্চর্য নির্মাণ। যার মূল কথা কিংবা প্রশ্ন হল, আদর্শ বৈষ্ণব কে? সেই বৈষ্ণবজনেরই বর্ণনা সারা গান ধরে। রবীন্দ্রনাথও যেমন নিজের গান গেয়ে বা শেষ রাতে একলা বসে ভোক্ষ- দুঃখ-মান-অভিমান থেকে নিজেকে নিজের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে শুদ্ধ করতেন, মহাত্মাজিরও আত্মদর্শনের পথ ছিল ভজন শোনা। গান থেকে তিনি জীবন পেতেন, শিক্ষা নিতেন, নিজেকে চিনতেন।

একুশ বছর দক্ষিণ আফ্রিকায় থেকে (১৮৯৩-১৯১৪) অহিংস আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে ন'বার জেল খাটা হয়ে গিয়েছিল তাঁর, এ খবর ভারতীয় জনগণের কাছে ছড়াতে শুরু করল যখন ১৯১৭ সাল থেকে এদেশে তিনি ক্রমাগত গ্রেপ্তার হতে শুরু করলেন। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও চাঞ্চল্যকর হল ১৯২২ সালের ১০ মার্চের গ্রেপ্তারি এবং সংশ্লিষ্ট অপারধে দু'বছরের কারাবাস (তিনি ইয়েরভেড়া জেল থেকে মুক্ত হন ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৪)। অপরাধটা কী ?, না, সবরমতী আশ্রমে বসে 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধ লেখা, যাতে দোষ হল 'সরকারের প্রতি আনুগত্যের অভাব', 'জনগণকে প্ররোচিত করা' এবং 'ব্রিটিশ সরকারের প্রতি মানুষকে বিরূপ করে তোলা'। সেই মামলার রায় দিতে গিয়ে ইংরেজ জজ মন্তব্য করেছিলেন। 'আমি যেসব মানুষের বিচার করেছি বা ভবিষ্যতে করব, তাদের থেকে আপনি একেবারেই ভিন্ন। দেশের কোটি কোটি মানুষের চোখে আপনি একজন মহৎ দেশপ্রেমী ও নেতা। এমনকী, যাঁরা আপনার থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন তাঁরাও আপনাকে উচ্চ আদর্শের এক অভিজাত, সাত্ত্বিক মানুষ জ্ঞান করেন।'

গান্ধীজি ব্যাপারটা ঠিক কী, এটা বোঝার জন্য খুব সাহায্য পেয়েছি কবি টি এস এলিয়ট-এর কাব্যনাট্য 'মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল'-এর এক অবিস্মরণীয় সংলাপ থেকে। রাজার সৈন্যরা তাঁকে খুন করতে এসেছে দেখে ক্যান্টারবেরি চার্চের প্রধান পুরোহিত টমাস বেকেট (পরিবর্তীতে সেন্ট টমাস) বলছেন।

They know and do not know
What it is to act or suffer.
They know and do not know
That acting is suffering
And suffering action.
Neither does the actor suffer
Not the patient act,
But both are fixed in an eternal action,
An eternal patience,
To which we must all consent
That the pattern may subsist,
For the pattern is the action and the suffering,
That the wheel may turn and still
Be forever still.

কর্ম এবং বেদনার এই অপূর্ব সঙ্গম সেন্ট টমাসের মতো আমরা দেখেছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও মৃত্যুতে। জীবনকে এমন কঠিন অনুশাসনের বেঁধে রেখেছিলেন আজীবন, যে মৃত্যুটা বড় সহজ হয়ে গিয়েছিল। সারাজীবন সংগ্রাম করা মানুষটি যন্ত্রণায় তেমন ছটফট করলেন না, শান্তভাবে 'হে রাম' বলে চলে গেলেন।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

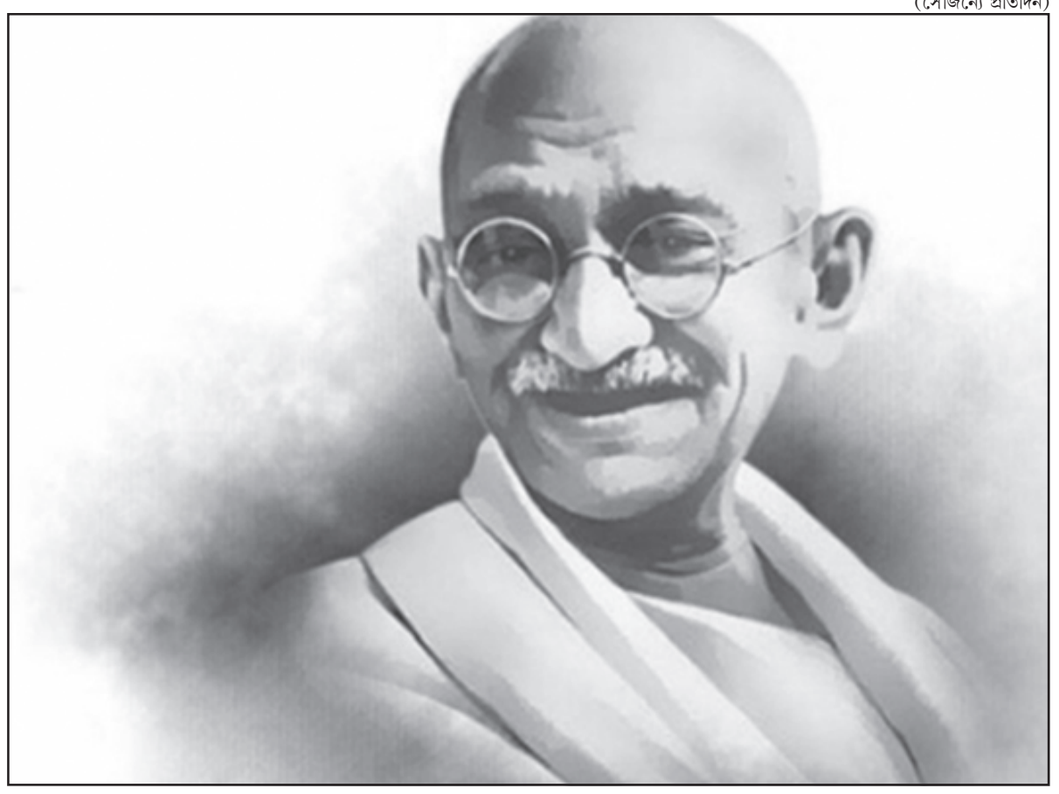

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

সাজা দেওয়া মামলায় খালেদার সম্পৃক্ততা নেই: ড. মোশাররফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, যে মামলায় দেশনেত্রী খালেদা জিয়াকে সাজা দেওয়া হয়েছে, সেটাতে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। অন্যায়ভাবে সাজা দেওয়া হয়েছে। দুই কোটি থেকে একটি টাকাও উঠানো হয়নি। সেই টাকা এখন সুদে আসলে ছয় কোটি হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিলেটের রেজিস্ট্রারি মাঠে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে সিলেট মহানগর বিএনপি আয়োজিত বিভাগীয় সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ দাবি করেন।ড় মোশাররফ বলেন, এই সরকার বিএনপিকে ভয় পায়। খালেদা জিয়াকে ভয় পায়। আওয়ামী লীগ ৭৫ সালে গণতন্ত্র হত্যা করেছে। আবার ২৯ ডিসেম্বর রাতে দেশের গণতন্ত্র হত্যা করেছে। সেজন্য এই সরকার জনগণের নয়। এই সরকার লুটেরাদের। ডাকাতদের সরকার। চাঁদাবাজদের সরকার। চাঁদাবাজি করে দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ব্যাংক লুট করেছে। চাঁদাবাজি লুটতরাজ এমন পর্যায়ে পৌছেছে, গত সাতদিনে যা দেখলাম, সরকারের ভেতর থেকে কালো বিড়াল বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে।তিনি বলেন, যুবলীগের সামান্য একজন সমাজকল্যাণ সম্পাদকের বাড়ি থেকে নগদ এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা ও ১৬৫ কোটি টাকার এফডিআর পাওয়া গেছে। প্রশাসনের সহায়তা ছাড়া এ ধরনের ক্যাসিনো জুয়া চলতে পারে না। আমরা তাদের নাম জানতে চাই। কারা এর সঙ্গে জড়িত।

মোশাররফ বলেন, আজকে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তি ও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এক সুতায় গাঁথা। আসুন গণতন্ত্র ও খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য এক সঙ্গে আন্দোলন করি।বিএনপির অপর স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ বলেন, এই সরকার অসাংবিধানিক। সংবিধানে নির্বাচন বলতে যা বুঝায়, গত ৩০ ডিসেম্বর তা হয়নি। ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের কর্মকর্তা, পুলিশ ও আওয়ামী লীগ মিলে এই নির্বাচন করেছে। সেজন্য জবাবদিহিহীন একটি সরকারের যা হয়, তাই হয়েছে।তিনি বলেন, যুবলীগের নেতার ২০০ কোটি টাকার এফডিআর আছে। অথচ খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে সাজানো মামলায় ১০ বছরের সাজা হয়েছে; মাত্র দুই কোটি টাকার জন্য। তাহলে এদের ৫০০ বছর সাজা হওয়া দরকার। একটা ভুয়া মামলা দিয়ে খালেদা জিয়াকে বন্দি রাখা হয়েছে। নিশ্চয় তিনি বের হয়ে আসবেন। তার মুক্তির একমাত্র পথ হলো রাজপথ। এই রাজপথে যাওয়ার জন্য আপনাদের প্রস্তুত হতে হবে। রাজপথের আন্দোলনের মাধ্যমেই তাকে মুক্ত করে আনতে হবে। গণতন্ত্র মানে হলো খালেদা জিয়া। সরকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। সবপর্যায়ে দুর্নীতি ঢুকে গেছে। ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্যকে শির্থীরা চায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর ও গোপালগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির কুশপুত্তলিকা পুড়িয়েছে। দেশের প্রতিটি শাখা-প্রশাখায় দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে। এ কারণে সরকারের উচিত হবে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করা। একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আন্দোলন করতে হবে।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, যেখানে যাই সেখানে একটি কথাই শুনি, খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই। দেশের প্রতিটি মানুষ খালেদা জিয়ার মুক্তি চায়। আপনারা জানেন একটি কারণে খালেদা জিয়া মুক্তি পাচ্ছেন না। আর সেই কারণটি হলো শেখ হাসিনা। তাকে মতায় রেখে কীভাবে খালেদা জিয়াকে মুক্ত করবেন। তাই সহজ পথ শেখ হাসিনার পতনের আন্দোলন শুরু করেন।গয়েশ্বর বলেন, খালেদা জিয়া অবশ্যই মুক্তি পাবেন। কিন্তু সেই মুক্তি শেখ হাসিনা দিতে পারবেন না। তার আগে শেখ হাসিনার পতন হবে।তিনি বলেন, আজকে ক্যাসিনোর মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা লুটপাট হচ্ছে। লাখ লাখ কোটি টাকা বিদেশে গেল কীভাবে। লুট করতে করতে অর্থনীতি শেষ সীমানায় নিয়ে গেছে। সাধারণ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছেন না। ওবায়দুল কাদের বলেছেন, শুদ্ধি অভিযান চলছে। আমি বলবো আরও অনেক আছে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, সবাই পায় সোনার খনি, আমি পেয়েছি চোরের খনি।বিএনপির এই নেতা বলেন, যে তিনজন ধরা পড়েছেন, তারা যাদের নাম বলেছেন, তাদের নাম প্রকাশ করেন। জাতি তাদের নাম জানতে চায়।

সিলেট জেলা বিএনপির সভাপতি আবুল কাহের চৌধুরী শামীমের সভাপতিত্বে এবং মহানগর বিএনপির সভাপতি নাসিম হোসাইন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আলী আহমদ, মহানগর সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতা সিদ্দিকীর পরিচালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ভাইস চেয়ারম্যান মো. শাহজাহান, ডা. এজেড এম জাহিদ হোসেন, বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ হক, তাহসীনা রুশদীর লুনা, খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, ডা. সাখাওয়াত হোসেন জীবন, প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী অ্যানি, সমাজকল্যাণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রতন, যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দীন টুকু, সিনিয়র সহ সভাপতি মোরতাজুল করিম বাদরু, সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন হাসান, বিএনপি নেতা দিলদার হোসেন সেলিম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কলিম উদ্দিন মিলন, সমবায় বিষয়ক সম্পাদক জিকে গউছ, নির্বাহী সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, ডা. শাহরিয়ার হোসেন চৌধুরী, নাসির উদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, হুমায়ুন কবীর, কৃষক দলের সদস্য সচিব হাসান জাফির তুহিন, তাঁতী দলের আহবায়ক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ। এছাড়া বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যরিস্টার মীর হেলাল উদ্দিন, যুবদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নয়ন, বিএনপি চেয়ারপারসনের মিডিয়া উইং সদস্য শামসুদ্দিন দিদার, শায়রুল কবির খানসহ কয়েক হাজার নেতাকর্মী যোগ দেন সমাবেশে।

মর্যাদাপূর্ণ ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কারে ভূষিত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। টিকা দান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'ভ্যাকসিন হিরো' পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক বিশ্বব্যাপী টিকা দান সংস্থা গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাকসিনেশন এবং ইমিউনাইজেশন (জিএভিআই) স্থানীয় সময় গত সোমবার সন্ধ্যায় জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই পুরস্কার প্রদান করে। জিএভিআই বোর্ড সভাপতি ড় এনগোজি অকোনজো ইবিলা'র নিকট থেকে এই পুরস্কার গ্রহণ করেই প্রধানমন্ত্রী তা বাংলাদেশের জনগণের জন্য উৎসর্গ করেন।প্রধানমন্ত্রী বলেন,'আজ যে পুরস্কার গ্রহণ করলাম সে পুরস্কার আমার নয়। এটা বাংলাদেশের জনগণের এবং আমি তাঁদেরকেই এই পুরস্কার উৎসর্গ করলাম।'প্রধানমন্ত্রী একইসঙ্গে দেশবাসীর প্রতি তাঁদের শিশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য টিকা দান কর্মসূচি অব্যাহত রাখার আহবান জানান।তিনি বলেন,'আগামীর শিশুরা সুস্বাস্থের অধিকারী হয়ে দেশ পরিচালনা করবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রজন্মের অত্যন্ত প্রয়োজন।''সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নতুন প্রজন্মই কেবল পারে জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে,'যোগ করেন তিনি।শেখ হাসিনা বলেন, 'দেশ থেকে পোলিও, কলেরা সহ বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি দূর করা হয়েছে এবংএই বিষয়ে 'জিএভিআই'র সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি।' এ প্রসঙ্গে তিনি রূপকল্প ২০২১ এবং ২০৪১ অনুযায়ী সকলের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা ও পরিপূর্ণ পুষ্টি নিশ্চিত করার ল্য নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।জিএভিআই বোর্ড সভাপতি ড় এনগোজি অকোনজো ইবিলা শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার আগে একটি সাইটেশন পাঠ করেন। 'জিএভিআই'র প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সেথ বার্কলে ও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড়একে আব্দুল মোমেন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।এছাড়াও, সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম, পররাষ্ট্র সচিব মো. শহীদুল হক, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সহ প্রধানমন্ত্রীর অন্যান্য সফরসঙ্গীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সাইটেশনে বলা হয়, বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি শিশুর সুরায় জিএভিআইকে সহযোগিতা এবং এর অংশীদার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে যারা ভ্যাকসিন এলায়েন্স মিশনে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন সেই বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বদের মর্যাদার স্বীকৃতি প্রদানে জিএভিআই 'ভ্যাকসিন হিরো' এওয়ার্ড প্রবর্তন করেছে।এতে বলা হয়, এই এওয়ার্ড তাদের জন্য যাদের সুস্পষ্ট ল্য রয়েছে এবং যারা জরুরিভিত্তিতে শিশুর জীবন রাকারী ভ্যাকসিন কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং কোন শিশু ভ্যাকসিনেশন থেকে বাদ না পড়ে সেটি নিশ্চিত করেছেন।এতে বলা হয়, শিশু অধিকার রা এবং নারীর মতায়নের পাশাপাশি টিকাদান কার্যক্রমে শেখ হাসিনা সত্যিকার একজন সফল ব্যক্তিত্ব।এরআগে লিখিত বক্তব্যে শেখ হাসিনা আশা প্রকাশ করেন, ২০৩০ সালের আগেই রোগ ব্যধিমুক্ত দেশ গঠনের লয 'সবার জন্য টিকাদান' নিশ্চিত করা হবে।তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থনে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সুবিধার আওতায় টিকাদান সম্পন্ন করার ব্যাপারে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ।প্রধানমন্ত্রী স্মরণ করেন যে, শিশুদের টিকাদান পরিস্থিতির উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ ২০০৯ ও ২০১২ সালেও জিএভিআই এলায়েন্সের এওয়ার্ডে ভূষিত হয়েছে।

বাংলাদেশে জনস্বাস্থ্যের েত্র টিকাদান কার্যক্রম একটি বৃহত্তম সফল ঘটনা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ভ্যাকসিন এলায়েন্স এবং অন্যান্য অংশীদার যারা তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন তাদের ধন্যবাদ জানান।প্রধানমন্ত্রী সকল পর্যায় অন্যান্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার সঙ্গে টিকাদান সমন্বিত করার লয সরকারের ভবিষ্যৎ পদপে সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরেন।মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত হয়ে কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, হঠাৎ করে রাখাইন রাজ্য থেকে ১১ লাখ রোহিঙ্গা কক্সবাজারে প্রবেশ করায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের জন্য এটি ভয়ঙ্কর চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।তিনি বলেন, বিশেষ টিকাদান কার্যক্রম এবং নিয়মিত টিকাদানের মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের ইমিউনিটি বাড়ানোর পদপে নেয়া হয়েছে। এ সব রোহিঙ্গা মিয়ানমারে কোন স্বাস্থ্য সেবা পায়নি।এছাড়াও শেখ হাসিনা বলেন, সরকার রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সফলভাবে কলেরার টিকাদান কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে, ডিপথেরিয়া ও হাম ছড়িয়ে পড়া মোকাবেলা করেছে।পাশাপাশি বাংলাদেশ প্রথম ২০১৭ সালে টিকাদান ক্যাম্পেইনে কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জন্য জিএভিআই'র সমর্থিত জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।প্রধানমন্ত্রী সকল জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশের সব আদালতকে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি টাঙানোর প্রক্রিয়া শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। দুই মাসের মধ্যে সারাদেশের প্রতিটি আদালতক/এজলাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরণ ও প্রদর্শনে হাইকোর্টের নির্দেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।এজন্য দেশের অধস্তন আদালতের সব এজলাস/আদালতকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরণ ও প্রদর্শনের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নোটিশ জারি করেছে।

এদিকে,সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার জানিয়েছেন,আদালতের ওই আদেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তারা। এক রিট আবেদনের শুনানি নিয়ে গত ২৯ আগস্ট বিচারপতি এফ আর এম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদেরের হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ ওই আদেশ দিয়েছিলেন।এ আদেশের পর ২৩ সেপ্টেম্বর আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে একটি নোটিশ জারি করা হয়েছে। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন) তৈয়বুল হাসান সারিত ওই নোটিশে বলা হয়, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট সুবীর নন্দী দাসের রিট আবেদনের পরিপ্রেিত গত ২৯ আগস্ট বিচারপতি এফআরএম নাজমুল আহাসান ও বিচারপতি কেএম কামরুল কাদের মহোদয়ের বেঞ্চ দেশের সব আদালতের এজলাস/কোর্টরুমে আগামী দুই মাসের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতি টাঙানো ও সংরণের নির্দেশনা দিয়েছেন।এ অবস্থায় অধস্তন আদালতের সব এজলাস/কোর্টরুমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি টাঙানো ও সংরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

এদিকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের স্পেশাল অফিসার মোহাম্মদ সাইফুর রহমান এ বিষয়ে বলেন, পরিকল্পনা সম্পন্ন হয়েছে। এ আদেশ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।চলতি বছরের ২১ আগস্ট হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিটটি দায়ের করেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সুবীর নন্দী দাস।আইনজীবী সুবীর নন্দী দাসের মতে, সংবিধানের ৪ (ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার ও প্রধান বিচারপতির কার্যালয় এবং সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপরে প্রধান ও শাখা কার্যালয়, সরকারি-বেসরকারি শিা-প্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনগুলোতে সংরণ ও প্রদর্শন করতে হবে।

এ অনুচ্ছেদ উল্লেখ করে রিটটি করা হয়েছে।

২৯ আগস্ট আদেশের পর সুবীর নন্দী দাস সাংবাদিকদের বলেছিলেন, দুই মাসের মধ্যে দেশের সব আদালত/এজলাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি সংরণ ও প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। দুই মাস পরে এ আদেশ বাস্তবায়নের প্রতিবেদন দিতে বিবাদীদের নির্দেশ দিয়েছেন।'আমরা আদালতে বলেছি, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তাদের জাতির জনকের ছবি অফিস আদালতে রয়েছে। এটার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেজন্য আমরা এ রিটটি করেছি।'

পরে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বাশার বলেন, আইন অনুসারে কেবল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান তথা উপাসনালয় ছাড়া জাতির জনকের প্রতিকৃতি সব প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শন ও সংরণ করতে হবে। আইন প্রণেতারা সেখানে তো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া কাউকে বাদ দেয়নি। তাই আদালতকও প্রদর্শন করতে হবে। রুলের বিবাদীরা হলেন, আইনসচিব, গণপূর্তসচিব, অর্থসচিব, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল ও হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার।

বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান অভিযানের প্রতি ১৪ দলের পূর্ণ সমর্থন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। ক্যাসিনোসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চলমান অভিযানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোট।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ১৪ দলের এক অআনুষ্ঠানিক বৈঠকে এ সমর্থন জানানো হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য ও কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র মোহাম্মদ নাসিম এমপি। মোহাম্মদ নাসিমের ধানমন্ডির বাসভবনে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মোহাম্মদ নাসিম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।বৈঠকে দেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলে গৃহীত 'মুজিব বর্ষ ২০২০-২০২১' ১৪ দলের উদ্যোগে কিভাবে পালন করা হবে তা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ক্যাসিনোসহ বিভিন্ন অনিয়মের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছে, তাতে ১৪ দল সন্তোষ প্রকাশ করেছে। এ অভিযান অব্যাহত রেখে সব পর্যায়ের দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে আইন-শৃঙ্খলা রাকারী বাহিনীর প্রতি ১৪ দলের প থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যেকোন সিদ্ধান্তে ১৪ দল পাশে থাকবে বলে জানান মোহাম্মদ নাসিম।

বৈঠকে ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, জাসদের সভাপতি হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি শরীফ নুরুল আম্বিয়া, জাসদ কার্যকরী সভাপতি মঈনুদ্দিন খান বাদল, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ বড়—য়া, জাসদের (ইনু) সাধারণ সম্পাদক শিরীন আখতার, ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইসমাইল হোসেন, গণআজাদী লীগের সভাপতি এসকে শিকদার, গণতন্ত্রী পার্টির সাধারণ সম্পাদক ডা. শাহাদাত হোসেন, ঢাকা মহানগর দণি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহে আলম মুরাদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অপকর্ম করলে কেউই ছাড় পাবে না: ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, নিজের ঘর থেকেই আমরা অভিযান শুরু করেছি। বেশ কিছু নেতা নজরদারিতে রয়েছেন। অপকর্ম করলে কেউই ছাড় পাবে না।তিনি বলেন, 'এখন তো সবাই আওয়ামী লীগের নেতা। আগে কে কোন দল ছিল, সে কথা বলে তো লাভ নেই। আমি আমার দলে নিলাম কেন? এখন সে আমার দলের পরিচয় ব্যবহার করছে। কাজেই আমরা নিজ ঘর থেকেই অভিযান শুরু করেছি।'

ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয়ে বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাাৎ শেষে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন।নেতাদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে জানতে চাইলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, 'বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে কত জনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা হয়েছে সেই বিষয়ে আমার জানা নেই। তবে, বেশ কিছু নেতা নজরদারিতে রয়েছেন। নজরদারিতে যদি বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে তা মানতে হবে। তবে কতজনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সেই সংখ্যাটা আমি জানি না।'

'ক্যাসিনো নিয়ে সরকারের পরিকল্পনা কী?'- সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ক্যাসিনো বিষয়ে এখন হাঙ্গামা চলছে। ক্যাসিনো নীতিমালার মধ্যে এনে চালু করা হবে, নাকি একেবারেই বাদ দেয়া হবে, এ বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।'বিশ্ব ব্যাংক ও জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল আওয়ামী লীগের সম্মেলনের বিষয়ে কী বলেছে?'- এমন প্রশ্নের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, তারা আওয়ামী লীগের সম্মেলন নিয়ে জানতে চেয়েছে, কিভাবে আমরা প্ল্যান করছি। কাউন্সিলিংয়ে নেতাদের কোনো প্রশিণের ব্যবস্থা আছে কিনা, কেন্দ্রীয়ভাবে নারীদের কতটুকু প্রধান্য দেওয়া হবে, নারীদের মতায়ন আরও বাড়বে কিনা, এগুলো জানতে চেয়েছেন।তিনি বলেন, তারা আমাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে সহযোগিতা করবে। তারা দলীয় কাউন্সিলে নারী প্রতিনিধিত্ব আরো বাড়ানো হবে কিনা সে বিষয়ে জানতে চেয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছি।

বৈঠকের বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে চায়। বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে বৈরী সম্পর্ক রাখতে চাই না। তারা সড়ক নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করতে প্রস্তাব দিয়েছে। বাংলাদেশ বিষয়টিতে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছে।

বিএনপি সরকারের সময়ে ক্যাসিনো সংস্কৃতি শুরু হয় : হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, বিএনপি সরকারের সময়ে ক্যাসিনো অপসংস্কৃতি শুরু হয়। এই ব্যবসার সঙ্গে বিএনপি'র শীর্ষ নেতারা জড়িত থাকায় সে সময়ে এই অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

তিনি মঙ্গলবার এখানে স্থানীয় সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে একথা বলেন।তথ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাদকের অপব্যবহার এবং নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন। জড়িতদেরকে পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আনা হবে। তিনি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে হাওয়া ভবনের মাধ্যমে অনেক বিএনপি নেতার কমিশন নেয়ার উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকার দায়ে তারেক রহমানের দশ বছর জেল হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচটি ইমাম এই ইস্যুতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ক্যাসিনো ব্যবসার তদন্তে জড়িতদের মধ্যে যাদের নাম এসেছে, তাদের সাত জনের মধ্যে ছয় জনই বিএনপি নেতা মীর্জা আব্বাস, সাদেক হোসেন খোকা এবং মোসাদ্দেক আলী ফালুর মদদ পুষ্ট।তিনি আরো বলেন, ক্যাসিনো ব্যবসায়ে জড়িত যাদের নাম মিডিয়ায় এসেছে, তাদের অধিকাংশই বিএনপি এবং দলের অঙ্গ সংগঠন থেকে আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশকারি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ একটি কিন ও স্বচ্ছ রাজনৈতিক দল।

এইচটি ইমাম বলেন, বর্তমান অভিযান আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে নয়। আমরা সবসময় কিন রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। তিনি বলেন, যত শিগগিরই সম্ভব, দলে অনুপ্রবেশকারিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।এইচটি ইমাম এবং তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমিতে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপ-কমিটি আয়োজিত যুব উৎসবে যোগ দিতে আজ সকালে এখানে আসেন।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে ওয়ার্কিং কমিটিতে থাকবে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লয ত্রিদেশীয় যৌথ ওয়ার্কিং কমিটিতে যুক্ত হচ্ছে চীন। এছাড়া রোহিঙ্গাদের দ্রুত প্রত্যাবাসনে চীনের প থেকে তাগিদও দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে ত্রিপীয় বৈঠকে এ তাগিদ দেওয়া হয়।পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, মঙ্গলবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের ত্রিপীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং আই ও মিয়ানমারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী উ কিয়াও তিন উপস্থিত ছিলেন।বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন জানান, রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়ায় ত্রিদেশীয় যৌথ ওয়ার্কিং কমিটিতে যুক্ত হচ্ছে চীন। তবে এই প্রস্তাবে মিয়ানমার প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মেনে নিয়েছে।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লয বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ ওয়ার্কিং কমিটি কাজ করছে। তবে এই কমিটিতে এবার চীন যুক্ত হচ্ছে। নিউইয়র্কে চীনের মধ্যস্থতায় এই ত্রিপীয় বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসনে চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখার আহবান বাংলাদেশের স্পিকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,সেপ্টেম্বর ২৪।। স্পিকার ড় শিরীন শারমিন চৌধুরী রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগ অব্যাহত রাখতে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।তিনি মঙ্গলবার কাজাখস্তানের রাজধানী নূর সুলতানে ইউরেশীয় দেশভূক্ত স্পিকারদের ৪র্থ সম্মেলনে এ আহবান জানান।এ সময় তিনি রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে কার্যকর পদপে নিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসারও আহবান জানান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করতে মিয়ানমারকে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী করতে হবে।স্পিকার বলেন, ইউরেশীয় অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নয়নকে টেকসই করতে হবে। েসেত্র এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও কারিগরী সহযোগিতার পাশাপাশি অভিজ্ঞতা বিনিময় অপরিহার্য। এসময় তিনি ইউরেশীয় অঞ্চলে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সংসদসমূহকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার আহবান জানান।ইউরেশীয় অঞ্চলের ৬৫টি দেশের প্রতিনিধি ও ১২টি আন্তর্জাতিক ও আন্ত:সংসদীয় সংস্থার প্রতিনিধিগণ এ সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন।স্পিকার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অদম্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত জনমুখী পদেপর ফলে দারিদ্য হার ৪০ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন ল্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের ধারাবাহিকতায় টেকসই উন্নয়ন ল্য (এসডিজি) অর্জনেও সম হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য হুইপ ইকবালুর রহিম এমপি, আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব এমপি, বেগম সাগুফতা ইয়াসমিন এমপি, বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন এমপি এবং আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবীর কাওছার অংশ নেন।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

নুসরত এখন ড্রিম গার্লের প্রচারে ব্যস্ত

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক ; বলিউড অভিনেত্রী নুসরত বারুচা এখন আয়ুষ্মান খুরানার সাথে তার আগামী ছবি ড্রিম গার্লের প্রচারে ব্যস্ত। নুসরতকে তার ওয়ান সোল্ডার পোশাকে চরম হট এবং সেক্সি লাগছে, এবং এটি একটি উরু উঁচু চেরা লাল পোশাক। পোষাকের হাইলাইটটি হ'ল এর পাফ কাঁধ, কর্সেট স্টাইল টপ এবং ফিশ কাট স্কার্ট, এটি সন্ধ্যায় পার্টির জন্য সেই পোশাক।নুসরতকে স্প্যাগেটি স্টাইলে, ব্যাকলেস, থাই হাই স্লিট হোয়াইট পোশাকে সেক্সি লাগছে। তিনি এক জোড়া লাল রঙের হিল এবং গাঢ় লাল লিপস্টিক দিয়ে এই চেহারাটিকে সজ্জিত করেছিলেন। আজকাল প্লাজোর সাথে দীর্ঘ শ্রাগ লুকটিও

ট্রেন্ডে রয়েছে।এই ফ্যাশন ট্রেন্ড অনুসরণ করে, নুসরাত ফুলের প্লাজো প্যান্টের সাথে সবুজ রঙ মিলিয়ে ব্লাউজগুলি এবং নেট ফ্যাব্রিকের সাথে দীর্ঘ শ্রাগগুলি পরেছিল। ক্যাজুয়াল ক্যামোফ্লেজ ট্যাঙ্ক টপ এবং ব্রাউন প্যান্ট চেহারা, বা লাল এবং সাদা টপযুক্ত সাদা প্যান্ট ....

প্রাকৃতিকভাবে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করবেন যেভাবে

ভ্যাপসা গরম যেন পিছুই ছাড়ছে না। আর এই গরমে একটুতেই নাকাল হতে হচ্ছে।একটু হাঁটাহাঁটি বা খাটনিতেই ঘেমে - নেয় একাকার। শরীরে ব্যাকটেরিয়ার বংশবৃদ্ধির কারণে ঘামে দুর্গন্দ দেখা দেয়। ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে বাজারে নানা রকম বডি স্প্রে, রোল অন জাতীয় সুগন্ধি পাওয়া যায়ও। কিন্তু সেসব সুগন্ধিতে থাকা ক্ষতিকারক রাসায়নিক আমাদের ত্বকের ক্ষতি করতে পারে। তাই ঘরোয়া উপায়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার কৌশল জেনে নিন-

গোলাপজল: ঘামের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য সবচেয়ে সহজ উপায় হলো গোলাপজলের ব্যবহার । স্নানের জলেরসঙ্গে পরিমাণমতো গোলাপজল মিশিয়ে নিয়ে স্নান করুন। এই উপায়টি দীর্ঘক্ষণ দেহকে ঘামের দুর্গন্ধ থেকে দূরে রাখে। এটি খুব কার্যকরী।

মধুঃ একটি পাত্রে সামান্য উষ্ণ গরম জল নিয়ে তাতে সামান্য পরিমাণ মধু মিশিয়ে রেখে দিন। স্নানের শেষে মধু মিশ্রিত জল গায় ঢেলে নিন। এই মিশ্রণটি ঘামের দুর্গন্ধ দূর করতে সাহায্য করবে।

বেকিং সোডা ঃ বেকিং সোডা পেস্ট বানিয়ে বগলেলাগিয়ে নিন। এটি ঘামের কটু গন্ধ দূর করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বগলের অতিরিক্ত ঘাম রোধ করার জন্য বেকিং সোডার সঙ্গে কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিতে পারেন।

নিম পাতা: নিম পাতার ব্যবহারে ঘামের দুর্গন্ধ রোধ করা যায় সহজেই। ঘামের দুর্গন্ধ হওয়ার জন্য শরীরে যে ব্যাকটেরিয়া দায়ী, সেই ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি রোধ করার জন্য নিম পাতা খুব উপকারী। কিছু নিমপাতা জল দিয়ে সেদ্ধ করে নিন। স্নান করার সময় এই জল ব্যবহার করুন। এই পদ্ধতি শরীরের টক্সিন রোধ করে এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরে রাখে।

মন খারাপে ফেসবুক নয়

নানা কারণে আমাদের মন খারাপ হতে পারে, আসতে পারে হতাশা। তবে এই মন খারাপ ভাবটা খুব বেশি সময় স্থায়ী নাও হতে পারে। কিন্তু এই মন খারাপ থেকে মন ভালো হওয়ার মাঝের সময়টায় আমরা অনেকেই যা করি তা হচ্ছে, ফেসবুকে কষ্টের কারণ মন যে খারাপ এটা শেয়ার করি।

অনেকে তো খুব কাছের কারো কারণেই যে মন খারাপ , তার কথাও বলে দেই। এতে করে লাভ কী হলো? হয়ত কিছু সময়ের জন্য মনে হতে পারে, যাক একটা ভালো শিক্ষা দেওয়াহয়েছে তাকে। হুম মানছি শিক্ষা হয়ত তার হয়েছে... কিন্তু এই যে নিজের সমস্যাগুলো স্যোশাল মিডিয়ায় দিয়ে কেমন শিক্ষিতের পরিচয় অমরা দিলাম? এতে করে লাভ তো কিছু হয়ই না, বরং ক্ষতি যা হয়:

হতাশা বাড়ে

নিজের মন খারাপ নিয়ে যখন আমরা ফেসবুকে অন্যের ওয়ালে কোনো বন্দুর খুব আনন্দের ছবি দেখি, মনের অজান্তেই দীর্ঘশ্বাস চলে আসে। আমরা হিসেব মেলাতে শুরু করি, আর নিজেদের হতাশা আরও একটু বাড়িয়ে নেই।

ভালো নেই

ফেসবুকের বন্ধুরাসবাই আমাদের ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত না। এখানে কত ধরনের বন্ধু আছে, রয়েছে কলিগরাও। সবাইজেনে যাচ্ছে আজ বিশেষ কারো সঙ্গে আপনার ঝামেলা হয়েছে, আপনি ভালো নেই। সেই অবস্থায় সারাদিন অফিস করা কেমন বিব্রতকর হবে না?

সময় বেশি

যে কারণে মন কারাপ হয়েআছে, অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে গেলে হয়ত তা খুব অল্প সময়েই মন ভালো করে দিতে পারে। কিন্তু যেহেতু ফেসবুকে বন্ধুদের সঙ্গে বিষয়টি শেয়ার করা হয়েছে, একটু পরপর কেউ সমবেদনা জানাচ্ছে, কেউ হয়তো ঘটনার জানতে অনুসন্ধা চালাচ্ছে..... তার মানে হচ্ছে বিষয়টি মাথা থেকে যাচ্ছেই ন্য, বরং পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে।

সম্পর্ক

যার সম্পর্কে অভিযোগ করে, স্টেটাস দেওয়া হলো,ইচ্ছে করলেই কি সম্পর্কটা আবার ঠিক হয়ে যাবে? তিনিও সামাজিকভাবে হেয় হলেন, স্বাভাবিকভাবেই তার মন খারাপ হবে । এটা দেখার আগে হয়ত তিনিই এসে সরি বলতেন।

আর এখন?

সম্প্রতি ডেনমার্কের এক গবেষণা সংস্থার সমীক্ষা থেকে জানা গিয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে বিষন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'ফেসবুক'।

ওজন কমাতে চান? নিয়মিত খান ঝাঁজালো লঙ্কা

লঙ্কা! নামটা শুনেই অনেকে চমকে ওঠেন। ঝালের ভয়ে এর থেকে সাত হাতদরে ছোটেন বেশিরভাগ মানুষ। তবে জানেন কি, এই ঝাঁঝালো সবজিটির ভালগুণও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রতিবাব খাওয়ার সময় নিয়ম করে কাঁচা লঙ্কা খেলে কমবে আপনার ওজন। সুস্থ এবং রোগমুক্ত থাকবে শরীর। কেমন ভাবে? বাল্টিমোর বায়োফিজিক্যাল সোসাইটির বার্ষিক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়েছে একটি গবেষণার রিপোর্ট। সেখানে বলা হয়েছে, কাঁচা লঙ্কারমধ্যে থাকে ক্যাপসিসিন নামক পদার্থ। যা মানবদেহে থাকা মেটাবলিজমের গতি বাড়িয়ে সহজে ওজনকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত মানুষদের দেহে মেটাবলিজম বাড়লে সহজেই গলানে যেতে পারে অতিরিক্ত চর্বিকে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে লঙ্কা। কারণ এতে রয়েছে ক্যাপসিসিন নামক পদার্থটি। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, কাঁচা লঙ্কা খেলে শরীরের তাপ উৎপন্ন হয় । যা নষ্ট করে অতিরিক্ত ক্যালোরিকে।

জানা গিয়েছ, পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণায় ব্যবহার করা গিনিপিগ। প্রথমে, দীর্ঘদিন ধরে এদের অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়ানোহয়। এরপর ক্যাপসিসিন খাওয়ানো হয়। দেখা যায় প্রাণিগুলির ওজন তো বাড়ছেই না বরং কমছে। এর থেকেই বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, এই পদার্থ মানুষের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে এবং একইভাবে তা সাহায্য করতে পারে ওজন কমাতে। তবে এক্ষেত্রে সাবধানতার বাণীও শুনিয়েএছন গবেষকরা। বলেন, লঙ্কা খাওয়া উপকারী হলেও, এক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট মাপে লঙ্কা খাওয়া প্রয়োজন। একসঙ্গে অনেকটা লঙ্কা খেলে নিলে কাজের কাজ কিছুই হবে না, বরং ঝালের চোটে জ্বালা করবে আপনার মুখ।

পুজোর আগে ভুঁড়ি কমাতে চান? রইল কিছু ঘরোয়া টিপস

আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা মিম খুব পরিচিত। বিছানার উপর বালিশে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে বেশ নাদুসনুদুস একটা বিশাল। আর সে ভাবছে 'পুজো তো এসে গেল। এ বার ভুড়িটা কমাতেই হবে।' সত্যিই তো বাঙালির সাধে উৎসব দুর্গা পুজো তো এসেই গেল। হাতে বাকি আর মাত্র ৪০ দিন। অনেকেই রীতিমতো শপিংও শুরু করে দিয়েছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে জিমে গিয়ে কসরত করা। জিমে যাওয়ার সুযোগ না হলে বাড়িতেই চলছে শারীরিক কসরত। ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে যাঁরা বছর আলমেসি করে কাটান, সকালে ঘুম থেকে ওঠেন না, তাঁরাওদিব্যি যাচ্ছেন মনিং ওয়াকে। পা মেলাচ্ছেন জগিংয়ে। খাওয়াদাওয়াতেও রাশ টেনেছেন। কারণ একটাই। ওজন কমাতে হবে। অবশ্য মাসল উদ্দেশ্য হলো ভুঁড়ি বা বেলি ফ্যাট কমানো। পুজোর সময় সবার নজর যে কাড়তেই হবে। অতএব স্লিম হওয়া মাস্ট। আর এই দিকে সবচেয়েবেশি ঝোঁক কিন্তু তরুণ প্রজন্মের।

কিন্তু এই ডায়েটিং করে ভুঁড়ি কমানোর জেরেই তৈরি হয় বহু সমস্যা। কম সময়ে ওজন কমাতে হবে ।

অতএব বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আচমকাই খাওয়া পরিমাণ কমিয়ে দেন তরুণ তরুণীরা। আর এই ক্র্যাশ ডায়েটের ফলেই আপনার শরীরে দেখাদিতে পারে নানা রোগ। এমনকী অপুষ্টির শিকার হতে পারেন আপনি। চিকিৎসকরাও জানিয়েছ, ক্র্যাশ ডায়েট এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জিম করা শরীরের জন্য অত্যন্ত হানিকারক।

তাহলে উপায়?

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিয়মে থাকা। আর সেটা সারাবছর। নিউট্রিশিনিষ্ট কিংবা ডায়েটিশিয়ান সবারই একটাই মত। অল্প সময়ে ওজন কমানোর জন্য না খেয়ে থাকা বা ক্র্যাশ ডায়েট করা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়। বরং সারা বছর রুটিন মেনে চললেই আপনি থাকবেন স্লিম অ্যান্ড ট্রিম। আর স্লিম থাকার ইউএসপি একটাই। সঠিকভাবে খাওয়াদাওয়া করা এবং প্রতিদিন একটু এক্সারসাইজ করা। মাঝে মাঝে অনিয়ম হতেই পারে। ইচ্ছে হতেই পারে মনের সুখে পেটপুজো করার। কিন্তু এই 'চিটডায়েট' সবসময়ের জন্য একেবারেই নয়। সম্প্রতি কেলিফোর্নিয়ার পলিটেকনিক স্টেট ইউনিভার্সিটি-র একটি রিসার্চে বলা হয়েছে সেই অর্থে বেলি ফ্যাট কমানোর জন্য নির্দিষ্ট কোনও খাবার নেই।

সানি দেওল ও করিশমা কাপুরের বিরুদ্ধে চেইন-পুলিং-এর অভিযোগ

অভিনেতা-রাজনীতিবিদ সানি দেওল এবং অভিনেত্রী করিশমা কাপুরের ২২ বছরের পুরানো একটি মামলায় ঝামেলা বাড়তে পারে। ১৯৯৭ সালের একটি চলচ্চিত্রের শ্যুটিংয়ের সময় রেলওয়ে আদালত একটি চেইন-পুলিং মামলায় তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছে।১৯৯৭ সালে, "বজরং" ছবির শুটিং চলাকালীন আপলিংক এক্সপ্রেসের চেইন পুলের কারণে ট্রেনটি ২৫ মিনিট বিলম্বিত হয়েছিল, উভয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। গুরুদাসপুরের সংসদ সদস্য সানি দেওল জয়পুরে এসেছেন।তিনু ভার্মা ও সতীশ শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।সানি ও কারিশমা ছাড়াও স্টান্টম্যান টিনু ভার্মা ও সতীশ শাহের বিরুদ্ধেও এই ছবির শুটিংয়ের জন্য অবৈধভাবে আজমির বিভাগের নরেনা রেলওয়ে স্টেশনে প্রবেশের অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে, ২৪১৩-এ আপলিংক এক্সপ্রেসের চেইনটি টানা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ট্রেনটি ২৫ মিনিটের জন্য বিলম্বিত হয়েছিল। আদালত তিনজন সাক্ষীকে পরবর্তী শুনানির ২৪ শে সেপ্টেম্বর জামিনযোগ্য মামলায় তলব করেছেন।সানি দেওল ও কারিশমা কাপুর দুজনেই রেলওয়ে আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়রা আদালতে একটি আবেদন করেছিলেন। ধারা ১৪১ (ট্রেনের যোগাযোগের মাধ্যমগুলিতে অযৌক্তিকভাবে হস্তক্ষেপ করা), ধারা ১৪৫ (নেশার মাধ্যমে নেশা), ধারা ১৪৬ বিরুদ্ধে(রেলওয়ের কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়া) এবং ধারাবাহিক ১৪৭(অননুমোদিত প্রবেশ) অভিনেতার বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।

ইয়ারফোন ব্যবহার করুন কানের ক্ষতি না করে

আমরা সবাই জানি ইয়াফোন ক্ষতি করে কানের। কিন্তু গান শুনতে বা সিনেমা দেখতে সবাই ইয়ারফোন ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু কিছু নিয়ম মেনে ব্যবহার করলে জীবন ও কান দুই ই বাঁচবে। এমন কিছু কৌশল জেনে নিন এখনই। যে ব্যান্ডের মোবাইল ব্যবহার করছেন, ঠিক সেই ব্যান্ডের ইয়ারফোনই ব্যবহার করুন। প্রতিটি ফোন কোম্পানি তাদের নির্দিষ্ট মডেলের জন্য নির্দিষ্ট ইয়ারফোন তৈরি করে। ফোনের তরঙ্গ কম্পন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে ইয়ারফোনের তরঙ্গ, তার ক্ষমতা ঠিক করা হয়। ইয়ারফোনে গান শোনার সময় সর্বোচ্চ আওয়াজে কখনওই শুনবেন না। এতে কানের পর্দার খুব ক্ষতি হয়। মোবাইলের আওয়াজ মাঝামাঝির বেশি রাখবেন না।

যানবাহনে বসে ইয়ারফোন ব্যবহার করুন। হাঁটার সময় একেবারেই নয়। এতে জীবনের ঝুঁকি থাকবে। একটানা আধ ঘন্টা বেশি ইয়ারফোন ব্যবহার করবেন না। মোবাইলে কোনো সিনেমা দেখতে হলে আধ ঘন্টা পরপর বিরতি নিন। পাঁচ দশ মিনিট বিশ্রাম নিন কানকে।

সংসার ত্যাগ করলেন? শিবভক্ত হয়ে নাগা সাধুর বেশ নিলেন সইফ আলি খান!

নিজস্ব প্রতিবেদন: নাগা সাধু হয়ে গেলেন সইফ আলি খান। শিবভক্ত (ভোলে কা সিপাহি) হয়ে গেলেন তিনি। মাথায় জট নিয়ে ছাই ভস্ম মেখে, কপালে তিলক কেটে সইফ আলি খান যখন সামনে এলেন, তখন ভয় পেয়ে যান অনেকেই। কি অবাক লাগছে তো শুনে? ভাবছেন, সত্যিই কি সাধু হয়ে গেলেন সইফ আলি খান?বিষয়টি খুলেই বলা যাক তাহলে। মঙ্গলবার প্রকাশ্যে আসে "লাল কাপ্তান"-এর ট্রেলার। যেখানে নাগা সাধুর রূপে সামনে এসেছেন সইফ আলি খান। ট্রেলারে কখনও মাথায় জট নিয়ে সামনে আসছেন সইফ, আবার কখনও কপালে তিলক কেটে তাঁকে সামনে আসতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, ট্রেলারে একটি মৃতদেহকে টেনে নিয়ে যেতেও দেখা যায় সইফ আলি খান-কে। যা দেখে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে, এ কথা কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায়।পরিচালক আনন্দ এল রাইয়ের সিনেমা "লাল কাপ্তান"-এর বিষয়ে সইফ আলি খান-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই সিনেমার জন্য তাঁকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছে। চুল বড় করতে হয়েছে। পেশিবহুল চেহারা তৈরি করতেও তাঁকে অনেক কসরত করতে হয়েছে বলে জানান সইফ আলি খান। প্রসঙ্গত আগামী ১৮ অক্টোবর মুক্তি পাবে সইফ আলি খানের এই সিনেমা।

যে লক্ষণগুলি দেখলে বুঝবেন আপনার লিভার ক্ষতিগ্রস্ত

মানব দেহের বৃহত্তম অঙ্গ, যকৃত যা পেটের উপরের অংশে অবস্থিত। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, এটি বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট কাজ সম্পাদনা করে। অতএব, লিভারের যত্ন নেওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হতে রক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ। যদি আপনি লিভারের তির এইসব লক্ষণগুলি খুঁজে পান, তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার চিকিৎসকের পরামর্শনিন।

১) পেটের ব্যাধি ঃ হজম প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন লিভার ক্ষতির লক্ষণও হতে পারে। যদি এটি কয়েক দিন ধরে চলতে থাকে তাহলে ডাক্তারের সাথে দেখা করা ভাল। গর্ভাবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে মদ্যপান, বিষন্নতা ও খাদ্য বিষক্রিয়া লিভারের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

২) অবসাদ ঃ ক্লান্ত এবং আলস্যতা অনুভূতি লিভারের ক্ষতির সাধারণ লক্ষণ। আপনি যদি ঘন ঘন ক্লান্তি অনুভব করেন তাহলে আপনি ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করুন।

৩) ক্ষুধা হ্রাস ঃ যদি আপনি দেখেন যে আপনার ওজন হঠাৎ কমে গেছে, তবে এটি উপেক্ষা করবেন না কারণ এটি একটি সংকেত হতে পারে যা আপনার যকৃতের সাথে কিছু ভালো নাও হতে পারে। এছাড়াও , ক্ষুধা হ্রাস লিভার ক্ষতি আরেকটি উপসর্গ। এটি কয়েক দিন চলতে থাকলে, আপনি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৪) হজমের সমস্যা: একটি ক্ষতিগ্রস্ত যকৃতের জন্যে কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া হতে পারে, অ্যালকোহল পান করলে যকৃতে অনেক হজেমের সমস্যা হতে পারে।

৫) প্রস্রাবের রং গাঢ়: প্রচুর পরিমাণে জল পান করার পরেও, আপনার প্রস্রাবের রং গাঢ় হলে এটি লিভার ক্ষতির চিহ্ন। তাই যদি দেখেন এইরকম হচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি আপনার ডাক্তারের সাথে যোগযোগ করুন, ফেলে রাখবেন না এটা।

৬) মলেররঙ বাদামী ঃ যদি আপনার মলের রঙ বাদামী থেকে পরিবর্তিত হয়ে হলুদ বা ধূসর হয়ে যায়, তবে এটি লিভার ক্ষতির একটি লক্ষণ। সকালে গিয়ে দেখেন যে আপনার মলের রং পরিবর্তন হয়েছে তবে এটা লিভারের ক্ষতির লক্ষণ, এটা ফেলে রাখবেন না ডাক্তারের সাথে যোগযোগ করুন।

৭) জন্ডিস এছাড়াও অগ্ন্যাশয় বা পিত্তকোষের মধ্যে ব্যাধি লিভার ক্ষতির একটি কারণ হতে পারে। এটা খুবই বিপদজনক। তাই এটা একদমই ফেলে রাখা উচিত না। যতো তাড়াতাড়ি পারেন কোন ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করে রোগ নিরাময় করুন।

৮) যখন লিভারে সমস্যা হয়, তখন আপনার নিম্ন পেটে পক্ষাঘাত হতে পারে। এটি লিভার ক্ষতির সবচেয়ে বড় কারণ এর থেকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

মুখোরোচক স্টিমড এগ

ডিম ভালবাসেন না এমন মানুষের সংখ্যাটা খুব কমই। মাঝে মধ্যেই ডিমের কোনও মুখোরোচক পদ সামনে পেলেচিকিৎসকদের বারণ পর্যন্ত ভুলে যান অনেকেই। তবে ডিম মানেই কি শুধু পোচ, সিদ্ধ, ওমলেট বা ভুজিয়া? না তা নয়, ডিম দিয়ে তৈরি করা যেতে পরে মজাদার অনেক খাবার। এরমধ্যে একটি হচ্ছে সুস্বাদু স্টিমড এগ।

কী কী লাগবে

৪ টি বড় ডিম, দেড় কাপ চিকেন স্টক (সেদ্ধ), ২ টেবল চামচ মাখন, ১ টা ছোট কুচনো পেঁয়াজ, ১ মুঠো বা ছোট এক বাটি পেঁয়াজ কলির কুচি (পেঁয়াজ কলির পরিবর্তে সামান্য ধনে পাতাও দেওয়া যেতে পারে), ২/৪ টি কুচনো কাঁচালঙ্কা, আধ চা চামচ কারি পাউডার (ধনে, হলুদ, জিরা, মেথি এবং লঙ্কার গুঁড়ো), পরিমাণ মতো লবণ ও গোলমরিচ গুঁড়ো।

কীভাবে বানাবেন

একটা মাইক্রোওভেন প্রুফ বাটিতে চিকেন স্টক, মাখন, পেঁয়াজ , কাঁচা লঙ্কা, কারি পাউডার , লবণ ও গোলমরিচ ভাল করে মিশিয়ে নিন। অন্য একটা বাটিতে ডিম ফেটিয়ে নিন।

এবার চিকেন স্টকের মিশ্রণ মাইক্রোওভেনে দিয়ে ৩-৫ মিনিট গরম করুন। একটু ফুটে উঠলেই বা বুদবুদ কাটতে শুরু করলে বের করে ফেটানো ডিম মিশিয়ে দিয়ে আবার মাইক্রোওভেনকে কনভেকশন মোডে দিয়ে ৩-৪ মিনিট বেক করুন। এরপর উপরে গোলমরিচ গুঁড়ো ও পেঁয়াজ কলি কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

যে লক্ষণ গুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাঁটতি রয়েছে

আপনি কি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খান? নাকি জল খেতে আপনার প্রবল অনীহা? কাজের চাপে বেমালুম ভুলে মেরে দেন জল নামক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসটির কথা! একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে দৈনন্দিন জলের যে চাহিদা, তা পূরণ না হলে দেখা দেয়, হাজারো সমস্যা কারণ, কথাতেই আছে, জলের অপর নাম জীবন।

যে যে লক্ষণগুলি বুঝিয়ে দেবে শরীরে জলের ঘাটতি হয়েছে কিনা—১) মূত্রের রং ও পরিমাণ— একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দিনে ৬-৭ বার মূত্রত্যাগ হওয়া উচিত। মূত্রত্যাগের পরিমাণ যদি এর কম হয়, তাহলে শরীরে জলের ঘাটতি রয়েছে। সেইসঙ্গে মূত্রের রংও বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের ঘাটতি। মূত্রের রং যদি হলদেটে বা গাঢ় হলুদ হয়, তাহলে অবিলম্বে জল খাওয়া উচিত। ২) শুষ্ক ত্বক— শুকনো খসখসে চামড়া বুঝিয়ে দেয় শরীরে জলের প্রয়োজন। ৩) মাথাযন্ত্রণা ও মাথা ঘোরা— শরীরে জলের অভাব মাথাযন্ত্রণা হয়। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, মাথা নিচু করে কিছু তোলার ক্ষেত্রে মাথা ঘোরে। ৪) জিভ শুকিয়ে যাওয়া— শরীরে জলের অভাবে জিভ শুকিয়ে যেতে পারে। কারণ জিভে তখন প্রয়োজনীয় লালা ক্ষরণ হয় না। ফলে জড়িয়ে যেতে পারে কথাও।৫) খিদে খিদে ভাব— খাওয়ার পরও খিদে পাচ্ছে। এর কারণ হতে পারে দেহে জলের অভাব।

সিদ্ধান্তহীনতার মূল কারণ ডিপ্রেশন

জানেন কি, সিদ্ধান্তহীনতার অন্যতম মূল কারণ ডিপ্রেশন? ডিপ্রেশন ও সিদ্ধান্তহীনতার কারণগুলো অনেক সময় নির্ণয় করা যায় না। সিদ্ধান্তহীনতা ক্রোনিক ডিপ্রেশনের একটি বিশেষ লক্ষ্মণ।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বইয়ের সর্বশেষ সংস্করণে বলা হয়েছে, ডিপ্রেশনে ভুক্তভোগীরা সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অথবা তাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন হয়। উল্লেখ করা হয়েছে, মেন্টাল ডিপ্রেশন দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্তহীনতা তৈরি করে। দৈনন্দিন জীবনে ক্রোনিক ইনডিসিসিভনেসের প্রভাব আমরা নিজেরাই এ প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াগুলো সম্পর্কে অনেক সময় সজাগ থাকি না বা থাকতে পারি না। দিনে আমরা কয়েকশো সিদ্ধান্ত নেই ও বহুবার সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগি। যেমন— কখন ঘুমাতে যাবো? কী পরবো? কী খাবো, এখন না পরে? স্নান করবো কী করবো না? ছাতা নেবো কী নেবো না?কোন পথ দিয়ে গেলে দ্রুত পৌঁছানো যাবে?কোন কথা কীভাবে, কখন বলবো? বলা ঠিক হবে কিনা?কোনো কাজে যাওয়ার ক্ষেত্রে কখন যাবো? আজ যাবো কিনা? এতো গেলো সাধারণ ছোট ছোট ব্যাপার। আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত রোজ অমাদের নিতে হয়। বেশিরভাগ মানুষ এসব সিদ্ধান্ত সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ে ফেলে। কিন্তু ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ছোটখাটো ব্যাপারগুলো নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে দ্বিধায় ভোগে। তাদের ধারণা, তরা সুফলদায়ক বা উপযুক্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। ভবিষ্যত ফলাফল নিয়ে এরা খুব বেশি অনিশ্চয়তায় ভোগে। ফলে ভুলসিদ্ধান্ত হতে পারে বলে অনেকখানি সময় নেয় তারা।বিষন্নতা কেন দ্বিধান্বিত করে?মোটিভেশনের অভাবে ডিপ্রেশড ব্যক্তিরা ইনডিসিসিভ হয় বা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে।

মঙ্গলবার রাজধানীতে শহীদ প্রীতিলতা স্মরণে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বারুইপুরে চাঁদার জুলুমের অভিযোগ দায়ের থানায়, সন্দেহে ব্যবসায়ীর বাড়িতে ভাঙচুর

বারুইপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাতের অন্ধকারে রাস্তায় একের পর এক ট্রাক দাঁড় করিয়ে জোর করে চাঁদা তুলছেন স্থানীয় অভিযান ক্লাবের সদস্যরা। ঘটনাস্থল বারুইপুর আমতলা রোডের অর্জুনতলা। এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যা সোনালী সাহা ও তার স্বামী অনুপ সাহার নেতৃত্বেই ক্লাবের ছেলেরা ট্রাক চালকদের উপর চাঁদার জন্য এই জুলুমবাজি করছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে ট্রাক চালকদের তরফ থেকে বারুইপুর থানায় বিষয়টি ফোন করে জানানো হয়। ঘটনার খবর পেয়েই বারুইপুর থানার পুলিশ আসে তদন্তে। এলাকায় চাঁদার জন্য জুলুম করলে থানার তরফ থেকে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়ে আসেন পুলিশকর্মীরা। এলাকা থেকে পুলিশ চলে যাওয়ার পর ক্লাবের সদস্য ও স্থানীয় কিছু মানুষ এলাকার ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহার বাড়িতে ভাঙচুর করে। হামলাকারীরা সন্দেহ করে, বিশ্বজিৎ বাবুই পুলিশকে ডেকে এনেছিল।

সেই সন্দেহের বশেই রাতের অন্ধকারে তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়। আর সেই হামলার ছবি ধরা পড়ে বাড়ি ও দোকানে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায়। এ বিষয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ব্যবসায়ী। যদিও, ঘটনার পর থেকেই যথেষ্ট আতঙ্কিত বিশ্বজিৎবাবু ও তার পরিবারের সদস্যরা।

বেশকিছু দিন ধরে বারুইপুর-আমতলা রোডের অর্জুনতলা এলাকায় পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে চাঁদা তোলা হচ্ছে, এমনই অভিযোগ। সোমবার রাতে সেই খবর পেয়ে ঘটনা স্থলে আসে বারুইপুর থানার পুলিশ। পুলিশ আসার খবর পেয়ে সেখানে আসেন স্থানীয় তৃণমূল সদস্যা সোনালী সাহা ও তার স্বামী। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চলে গেলেই, সন্দেহের বশে ওই সদস্যার উপস্থিতিতেই ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহার বাড়ি ও দোকান ভাঙচুর করে ক্লাবের সদস্য ও এলাকার কিছু মানুষজন। ঘটনার পর থেকেই যথেষ্ট আতঙ্কিত ওই পরিবার। এ বিষয়ে বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে আটক বা গ্রেফতার করতে পারেনি।

তবে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "আমি একজন সাধারণ ব্যবসায়ী। নিজের ব্যবসা নিয়েই থাকি। দুর্গাপুজো নিয়ে এলাকার ছেলেরা রাস্তায় চাঁদা তুলছে বেশ কয়েকদিন ধরে। তাতে আমার নিজের ব্যক্তিগত কোন অসুবিধা নেই। পুলিশ কোনও ভাবে সেই খবর পেয়ে এলাকায় এলে ওরা আমাকে সন্দেহ করে। আর সেই সন্দেহের বশেই আমার বাড়ি, দোকানে ভাঙচুর করে। আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি।"" এ বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্যা সোনালী সাহা বলেন, "এলাকার মানুষ উত্তেজিত হয়ে কিছু করে থাকতে পারে বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।'

মহাসঙ্কটে কলকাতার প্রাক্তন সিপি রাজীবের আগাম জামিনের আর্জি শুনল না কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহাসঙ্কটে পড়েছেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারউ মঙ্গলবার রাজীব কুমারের আগাম জামিনের আর্জি শুনল না কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সইদুল্লা মুনসীর কোর্ট রুমে রাজীবের আগাম জামিনের আর্জির শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও, বিচারপতি জানিয়েছেন, আর্জিটি বুধবার শোনা হবেউ আর তাই যথেষ্ট বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছেন রাজীব কুমার।

এর আগে গত শনিবার রাজীবের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিল আলিপুর আদালতউ গত ২১ সেপ্টেম্বর আলিপুরের ভারপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা বিচারক সুজয় সেনগুপ্ত রাজীবের আবেদন খারিজ করে দেনউ আলিপুর আদালতে আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হওয়ার পরই কলকাতা হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন রাজীব কুমার।

মঙ্গলবার রাজীবের আগাম জামিনের আর্জির শুনানি হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু, বিচারপতি সইদুল্লা মুনসীর জানিয়েছেন, বুধবার ডিভিশন বেঞ্চে আগাম জামিন মামলার শুনানি হবে।

কলকাতার প্রাক্তন সিপি-কে এখনও খুঁজে পায়নি সিবিআইউ সোমবার তিনি নিজেই সিবিআই-কে ই-মেল করে জানিয়েছেন, ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছুটিতে রয়েছেনউ তারপর কাজে যোগ দিয়ে সিবিআই-এর সঙ্গে দেখা করবেন।

সরকারি খাতায় অবশ্য এখনও অবধি ২৫ সেপ্টেম্বর পর্য়ন্ত ছুটি নেওয়া হয়েছে রাজীবের।

এনআরসি-র কারণে মৃত্যুর জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাহুল সিনহা

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে কিছুতেই হবে না জাতীয় নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি)উ বঙ্গবাসীকে ইতিমধ্যেই অভয় দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ মুখ্যমন্ত্রী আবার বিজেপির বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারের অভিযোগ করে বলেছেন, 'দুঃখের ঘটনা বাংলাতেও ৬ জনের মৃত্যু হয়েছেউ' এনআরসি-র জন্য বিজেপিকে দায়ী করছেন মুখ্যমন্ত্রীউ কিন্তু, ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহার মতে, এনআরসি-র কারণে মৃত্যুর জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ মঙ্গলবার সকালে নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে টুইট করে একাধিক প্রশ্ন করেছেন রাহুল সিনহা।

টুইটারে রাহুল সিনহা লিখেছেন, এনআরসি-র বিরুদ্ধে কলকাতায় কে মিছিল বের করেছিল? এ বিষয়ে কে গুজব ছড়াচ্ছে? যদি পশ্চিমবঙ্গে ৬ জনের মৃত্যু হয়ে থাকে, এ জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়উ প্রসঙ্গত, সোমবার তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সমাবেশে এনআরসি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'চিন্তা করার কী আছে? জমিবাড়ির দলিল, রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্সের যে কোনও একটা নথি থাকলেই হবেউ' বাংলার মানুষকে এনআরসি মোকাবিলায় বুদ্ধি খরচ করতেও বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগর ২০০, আজ তাঁর ভিটেয় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলার নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। দু'দিন বাদেই তাঁর ২০০ তম জন্মশতবর্ষ উদযাপন করতে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত রাজ্য সরকার। তার আগেই বীরসিংহ গ্রামে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগামী বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষ উদযাপনে একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে রাজ্য সরকার। বিভিন্ন সংগঠনের তরফেও বিদ্যাসাগরের জন্মদ্বিশতবর্ষ উদযাপনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কলকাতায় বিদ্যাসাগর কলেজে আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করা হতে পারে বিদ্যাসাগরের ব্রোঞ্জ মূর্তি। পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগে ছাপানো হচ্ছে বর্ণপরিচয়ও। সরকারি সূত্রে খবর, নতুন করে আলোক স্তম্ভে সাজানো হয়েছে বীরসিংহ গ্রামকে। তারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগর স্মৃতি মন্দিরে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখান থেকে ২০০ মিটার দূরে ভগবতী বিদ্যামন্দিরে হেঁটে যাবেন তিনি। সেখানেই 'বিদ্যাসাগর'-এর একটি প্রদর্শনীরও আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন তিনি। সেই সঙ্গে, বিদ্যাসাগরের দ্বিশতজন্মবর্ষের আনুষ্ঠানিক সূচনাও করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক বৈঠকও করবেন মুখ্যমন্ত্রী। নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবার প্রশাসনিক বৈঠক করবেন তিনি।

শুক্রবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে টিংকু রায় সহ দলের অন্যান্য কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

ডেঙ্গু-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় রাস্তায় মেয়র, কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবের প্রশ্ন

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ডেঙ্গুর সতর্কতা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবের প্রশ্ন উঠল মঙ্গলবার। ডেঙ্গুর লার্ভা খুঁজতে এবার শহরের রাস্তায় খোদ মেয়র ফিরহাদ হাকিম। গ্রাহাম রোডে কেন্দ্রীয় সরকারের কোয়ার্টারে ডেঙ্গু পরিদর্শনে গেলেন তিনি। কেন্দ্রীয় কোয়ার্টারে বিভিন্ন জায়গায় ডেঙ্গুর লার্ভা দেখে চটে যান মেয়র। তাঁর সাথে ছিলেন পুরসভার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। আবাসনে যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা , জল জমে তৈরী হয়েছে ডেঙ্গুর লার্ভার প্রকৃত জায়গা। কেন এত উদাসীন বাসিন্দারা এই প্রশ্ন তোলেন মেয়র। এই আবাসনে অনেকেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত এই খবর পেয়েই অভিযানে যান মেয়র, ডেপুটি মেয়র। তাঁরা বলেন, রাজ্যের মুখ্য সচিবকে চিঠি দিয়ে বিষয়টি জানানো হবে। যেহেতু আবাসনটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে। মেয়র বলেন, রাজ্য সরকার হলে চরম ব্যবস্থা নিতাম। মুখ্য সচিবের মাধ্যমে প্রয়োজনে ওদের ডাকবো। উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি টালিগঞ্জের পুলিশ আবাসনে অনেক আবাসিক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হন। এ নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁরা অভিযোগ করেন, সাফাইকাজ না হওয়ায় এই অবস্থা। মেয়র ছাড়াও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে খোদ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে অকুস্থলে যেতে হয়। এলাকা সাফসুরৎ রাখতে ওই ঘটনায় পুলিশ, পুরসভা এবং পূর্ত দফতর কার কতটা এক্তিয়ার এবং দায়িত্ব, প্রশ্ন দেখা দেয় তা নিয়ে।

২১ অক্টোবর সাতারা লোকসভা আসনে উপনির্বাচন নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অবশেষে ঘোষিত হল মহারাষ্ট্রের সাতারা লোকসভা আসনের উপনির্বাচনের দিনক্ষণউ আগামী ২১ অক্টোবর সাতারা লোকসভা আসনে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবেউ ওই দিনই মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনেরও ভোটগ্রহণ হবেউ সাতারা লোকসভা আসনের উপনির্বাচনের ভোটগণনা হবে ২৪ অক্টোবরউ সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভা থেকে ইস্তফা দেওয়ার পর, সম্প্রতি ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-তে যোগ দিয়েছেন সাতারা লোকসভা কেন্দ্রের এনসিপি সাংসদ উদয়নরাজে ভোসালে।

একটি আবেদনের ভিত্তিতে সাতারা লোকসভা আসনে উপনির্বাচনের

ছয়ের পাতায়

রেশমি চুড়ি দিয়ে সাজছে মুদিয়ালি

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : "কিনে দে রেশমী চুরি/ নইলে যাব... "। না নিছক গান নয়! পুজোর থিমেও চলে এল রেশমী চুরি। রেশমি চুড়ি দিয়েই মণ্ডপ সাজাচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার মুদিয়ালি ক্লাব।

৮৫-তম বছরে মুদিয়ালির মণ্ডপকে 'রঙের হাট'-এ পরিণত করতে যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন, তিনি শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা। মণ্ডপ সাজাতে ব্যবহার হচ্ছে প্রায় ২০ লক্ষ কাচের চুড়ি। মুদিয়ালি ক্লাবের মণ্ডপে গেলে এখন চারিদিকে শুধুই রঙিন চুড়ি। চুড়ি বাঁধার কাজে ব্যস্ত কয়েকজন। শিল্পীর পরিকল্পনা, মণ্ডপের ছাদ মুড়ে দেওয়া হবে নানান রঙের কাচের চুড়িতে। হাতে মাত্র আর কয়েকটা দিন, ফলে নাওয়া-খাওয়া ভুলেছেন কারিগরেরা। শুধুমাত্র মণ্ডপের তাঁরা কাজ করছেন, তা নয়। মণ্ডপ-সংলগ্ন একটি হলঘরকে কার্যত ওয়ার্কশপ বানিয়ে সেখানে কাজ চলছে।

দক্ষিণ কলকাতার প্রথম সারির উদ্যোক্তাদের অন্যতম এই মুদিয়ালি ক্লাব। রঙিন চুড়িতে সাজিয়ে তোলা মণ্ডপের পোশাকি নাম 'সাজিয়ে পুজোর ডালি, রঙের হাটে মুদিয়ালি'। শিল্পী গৌরাঙ্গ কুইল্যা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে মুদিয়ালির সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে তিনি সেখানকার দর্শকদের চাহিদা এখন সহজেই আন্দাজ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে গত দু'বছরের মতো এবারেও এমন একটি বিষয় নিয়ে তিনি কাজ করছেন, যার সঙ্গে দর্শকরা সহজেই নিজেদের একাত্ম করতে পারবেন। মণ্ডপে জৌলুস আনতে পাতলা ফাইবার গ্লাস, চুড়ি এবং গ্লাস পেন্টিংয়ের ব্যবহার থাকছে। মণ্ডপের পাশেই একটি হলে একই উপাদান দিয়ে নানা ধরনের মূর্তি ও বিশাল মাপের মুখোশ তৈরি করছেন কারিগর। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। তবে মুদিয়ালির সদস্যরা প্রতিমার ধারা ভাঙায় বিশ্বাসী নন। তাই তাঁদের প্রতিমা একেবারে সাবেকি। তবে কিছুটা থিমের ছোঁয়া থাকবে।

মঙ্গলবার সাংবাদিক কর্মশালা ও বার্তালাপ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সহ অন্যান্য বরিষ্ঠ সাংবাদিকরা। ছবি- নিজস্ব।

পুজোয় থিমে সামাজিক বার্তা

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুজোয় থিমের মাধ্যমে সামাজিক বার্তা দিতে চাইছেন অনেক উদ্যোক্তা। এই সব বার্তায় রয়েছে হরেক নতুনত্ব।

আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অঙ্গ প্রতিস্থাপন এর মত অসাধ্য সাধন করেছে। একজনের চোখ দিয়ে অন্য কারও দৃষ্টি রাখছে। কারও হৃদপিণ্ড জীবন দিচ্ছে মুমূর্ষুকে। মৃত্যুর সঙ্গে এই লড়াইয়ের নাম অঙ্গদান। 'বাঁশদ্রোণী একতা' এটাকেই বোঝাতে চাইছে দর্শকদের কাছে। পরিসংখ্যান বলছে নির্দিষ্ট সময়ে অঙ্গ পাওয়া গেলে দেশে অন্তত ৫ লক্ষ মানুষকে বাঁচানো যেত। কিন্তু এ দেশে অঙ্গদান নিয়ে এখনও তেমন সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। তাই থিম হিসাবে এই বিষয়টাই বেছে নিয়েছে তারা।

নগরসভ্যতার চাকচিক্যে ঢাকা পড়েছে অনেক জিনিস। 'হরিদেবপুর নিউ স্পোর্টিং' তা গড়ে তোলার ইতিহাস থিম করেছে এবারের পুজোয়। নগর গড়ে তোলার পিছনে অবদান রয়েছে ইটভাটার মহিলা শ্রমিকদের। যাদের নাম দেওয়া হয়েছে রেজা। কিশোরী বয়সে ইটভাটায় শ্রমিক হিসাবে যোগ দিয়ে প্রতিপদে তাদের সঙ্গী বঞ্চনা আর অপমান। আমৃত্যু এই চক্রে বাঁধা পড়ে তাদের জীবন। উদ্যোক্তারা জানান, আমাদের মন্ডপে ফুটে উঠবে তাদের না বলা কথা। শিরোনাম 'এই গল্পের কোনও নাম নেই।'

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে কখনও নারী নির্যাতন, কখনও বধুর উপরে অত্যাচার, কোথাও বা সন্ত্রাসবাদি হামলা খবর হয়। দক্ষাণ কলকাতার 'আদর্শ পল্লী সর্বজনীন' এটাকে মাথায় রেখে বানিয়েছে এবারের পুজোর থিম। উদ্যোক্তারা জানান, আমরা সব সময় তটস্থ। একের পর এক হিংসার খবরে আমাদের মন বিষাদে ভরে উঠছে। তাই এবার পুজোয় চাই, মা দুর্গার আশীর্বাণীতে পৃথিবীতে ফিরুক শান্তি। এবার আমাদের পুজোর ৬২ বছর। হিংসার খবর যে যে মাধ্যম থেকে আমরা পাই, সেগুলিকে অসুর হিসেবে তুলে ধরা হবে। আর মণ্ডপে প্রার্থনার ভঙ্গিতে থাকবে বহু হাত।

তামিলনাড়ুতে উদ্ধার ৩৫০ কেজি সামুদ্রিক শসা, গ্রেফতার দু'জন পাচারকারী

রমস্থাপুরম (তামিলনাড়ু), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তামিলনাড়ুর রমস্থাপুরম জেলায় ৩৫০ কেজি সামুদ্রিক শসা (হলোথুরয়ডি শ্রেণীভুক্ত একপ্রকার সামুদ্রিক একাইনোডার্ম) উদ্ধার করল কোস্টাল সিকিউরিটি পুলিশ উইংউ এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে দু'জন পাচারকারীকেউ উদ্ধার হওয়া সামুদ্রিক শসার মূল্য ৭০ লক্ষ টাকাউ মঙ্গলবার রামেশ্বরমের কাছে পাম্বান থেকে উদ্ধার করা হয় ৩৫০ কেজি সামুদ্রিক শসা।

ম্যারিন পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় তামিলনাড়ু থেকে পাচার করা হতে পারে সামুদ্রিক শসাউ গোপন সূত্রে পাওয়া এই খবরের ভিত্তিতে রামেশ্বরমের বাসস্ট্যান্ডের কাছে পুলিশি চেকিং বাড়ানো হয়উ মঙ্গলবার সকালে তল্লাশি চলাকালীন দ্রুত গতিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে একটি ভ্যানউ ওই ভ্যানটিকে ধাওয়া করে পাম্বান চেকপোস্টের কাছে আটক করা হয়উ ওই ভ্যানে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে ৭০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৩৫০ কেটি সামুদ্রিক শসাউ উদ্ধার হওয়া সামুদ্রিক শসা বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছে, মাথায় হাত মধ্যবিত্তের

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে আরও দামি হল পেট্রোল-ডিজেলউ বিগত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বেড়েই চলেছে জ্বালানি তেলের মূল্য। সেই ট্রেন্ড অব্যাহত থাকল মঙ্গলবারও। কমছে না, বরং দিন দিন পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়েই চলেছেউ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়, মঙ্গলবার ০.২২ পয়সা বেড়েছে পেট্রোলের দামউ ঊর্ধমুখী ডিজেলের দামওউ ০.২২ পয়সা বেড়ে মঙ্গলবার কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম এখন ৭৬.৮২ টাকা এবং ০.১৪ পয়সা বেড়ে ডিজেলের দাম হল ৬৯.৪৯ টাকা।শুধু কলকাতা নয়, একই অবস্থায় দেশের অন্যান্য মেট্রো শহরেওউ রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোল-ডিজেলের বর্ধিত দাম হল, যথাক্রমে ৭৪.১৩ টাকা প্রতি লিটার (০.২২ পয়সা বৃদ্ধি) এবং ৬৭.০৭ টাকা প্রতি লিটার (০.১৪ পয়সা বৃদ্ধি)উ পাশাপাশি বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ে পেট্রোল-ডিজেলের দাম বেড়ে হল, যথাক্রমে ৭৯.৭৯ (০.২২ পয়সা বৃদ্ধি) টাকা প্রতি লিটার এবং ৭০.৩৭ (০.১৫ পয়সা বৃদ্ধি) টাকা প্রতি লিটারউ পেট্রোল-ডিজেলের দাম দিন দিন বাড়তে থাকায় আবারও মাথায় মধ্যবিত্তেরউ একইসঙ্গে বাড়ছে মূল্যবৃদ্ধির চিন্তাও।

দিল্লি-হাওড়া শাখায় রেললাইনে বড়সড় ফাটল, ১.২০ মিনিট ব্যাহত রেল পরিষেবা

এটাহ (উত্তর প্রদেশ), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দেশের সর্বাধিক ব্যস্ততম দিল্লি-হাওড়া শাখায় রেললাইনে ফাটলউ মঙ্গলবার সকালে উত্তর প্রদেশের এটাহ জেলায়, দিল্লি-হাওড়া রেল রুটের ভর্থনা-সামোহ রেল স্টেশনের মাঝে রেলাইনের বড়সড় ফাটল দেখা যায়উ ততণাতরাজধানী এক্সপ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি ট্রেনকে থামিয়ে দেওয়া হয়উ রেললাইনে ফাটলের জেরে সকালের ব্যস্ত সময়ে প্রায় ১ ঘন্টা ২০ মিনিট দিল্লি-হাওড়া রুটে রেল পরিষেবা বন্ধ থাকেউ পরে রেললাইন মেরামত করার পরই ট্রেন পরিষেবা চালু হয়।রেল ট্রাফিক পরিদর্শক ব্রজেশ কুমার মীনা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সকাল ছ'টা নাগাদ ভর্থনা-সামোহ রেল স্টেশনের মাঝে (খুঁটি ১১৩৫/৫ এবং ৩) রেললাইনে ফাটল দেখা যায়উ ততণাতঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের উচ্চপদস্থ কর্তা ও ইঞ্জিনিয়াররাউ শুরু হয় রেললাইন মেরামতের কাজউ দিল্লি-হাওড়া রেল রুটে প্রায় ১.২০ মিনিট বন্ধ থাকে রেল পরিষেবাউ রেললাইন মেরামত হওয়ার পর পুনরায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।

উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ি রাস্তা থেকে গভীর খাদে পড়ে গেল গাড়ি : মৃত্যু ৩ জন যাত্রীর, আহত ৬ জন

দেহরাদূন, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাঢ়ওয়াল জেলায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে গেল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িউ ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। এছাড়াও আরও ৬ জন গুরুতর আহত হয়েছেন।

ছয়ের পাতায়

জৌলুস হারিয়েছে, তবুও এলোকেশী দেবীর পুজো ধরে আছে শতবছরের ইতিহাস

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আড়ম্বরপূর্ণ পুজোর জৌলুস, আলোর রোশনাই যেখানে শেষ হয়ে যায়, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয় বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামের শারোদৎসব। পল্লিবাংলার অন্দরমহল থেকে আজও উঁকি দেয় শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কত পুজো। তাদেরই অন্যতম এলোকেশীর পুজো।

এই পুজো এবছর ১১৯-এ পা দেবে। বালিয়াল পরিবারের উঠোন লাগোয়া অধিষ্ঠিত রয়েছেন দেবী চণ্ডী। প্রায় ৩০০ বছরের পুরানো এই চণ্ডীতলা। পুজো ক''দিন মহামায়ার আরাধনার পাশাপাশি "জয়চণ্ডী" দেবীকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিংশ শতকের সূচনা লগ্ন। তখনও সমাজে নারীরা নিজ অধিকার থেকে বহুলাংশে বঞ্চিত। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে হাওড়ার আমতা জয়পুরের কাঁকরোল গ্রামের বালিয়াল পরিবারের দুর্গাপুজোর সূচনা ঘটল। পুজো শুরু হয় এক মহিলার হাত ধরে। মহিলা এলোকেশী দেবী নামে পরিচিত ছিলেন। আর পাঁচটা বনেদি বাড়ির মতোই জৌলুস হারিয়েছে এই প্রাচীন পুজো। তবুও এলোকেশী দেবীর প্রপৌত্রদের হাত ধরে শতবছরের ইতিহাস,ঐতিহ্য ও বনেদিয়ানার ব্যাটনকে বহন করে চলেছে কাঁকরোল গ্রামের এই পুজো। দেবী দুর্গার আগমনকে কেন্দ্র করে জাগ্রত দেবী জয়চণ্ডীকে সঙ্গে নিয়ে পুজোর ক''দিন মেতে ওঠেন জয়পুরের এই গ্রামের বাসিন্দারা।

শিলিগুড়িতে এটিএম মেশিন ভাঙচুরের চেষ্টা দুষ্কৃতিদের

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের শিলিগুড়িতে এটিএম লুঠের চেষ্টা। রবীন্দ্রনগর মোড় থেকে কিছুটা দূরে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম মেশিনে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। তবে সেখান থেকে টাকা নিতে পারেনি দুষ্কৃতিরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার গভীর রাতে। খবর পেয়ে মঙ্গলবার সকালে ঘটনাস্থলে যায় শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে এটিএমে ঢুকে সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি কালো রঙের স্প্রে দিয়ে ঢেকে মেশিনে ভাঙচুর চালায় দুষ্কৃতিরা। মঙ্গলবার সকালে এলাকার এক বাসিন্দা এটিএম থেকে টাকা তোলার জন্য যখন যায় তখনই পুরো বিষয়টা জানতে পারে। এর আগেও একইভাবে বেশ কয়েকটি এটিএমে ভাঙচুর ও লুঠের ঘটনা ঘটেছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, দুষ্কৃতি দলটি এখনও শহরে রয়েছে। তারাই একের পর এক লুঠপাঠ চালাচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আরও অস্বস্তিতে স্বামী চিন্ময়ানন্দ, খারিজ হয়ে গেল জামিনের আর্জি

শাহজাহানপুর, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অস্বস্তি আরও বাড়ল প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বামী চিন্ময়ানন্দেরঊ স্বামী চিন্ময়ানন্দের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিল শাহজাহানপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতঊ আদালতের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জামিনের আর্জির জন্য দায়রা আদালতের দ্বারস্থ হতে হবে স্বামী চিন্ময়ানন্দকেঊ মঙ্গলবার স্বামী চিন্ময়ানন্দের আইনজীবী ওম সিং জানিয়েছেন, সোমবার শাহজাহানপুরের মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালত স্বামী চিন্ময়ানন্দের জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছেঊ এছাড়াও আরও ৩ জন অভিযুক্ত, যথাক্রমে-সঞ্জয়, শচিন এবং বিক্রমেরও জামিনের আর্জি খারিজ করে দিয়েছে আদালত। উল্লেখ্য, আইনের ছাত্রীকে যৌন নিগ্রহ ও অপহরণ মামলায় গত শুক্রবার স্বামী চিন্ময়ানন্দকে গ্রেফতার করেছে উত্তর প্রদেশ পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)ঊ ওই দিনই চিন্ময়ানন্দকে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়ঊ জেলে থাকাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়লে লখনউয়ের কিং জর্জ মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি-তে স্থানান্তরিত করা হয় স্বামী চিন্ময়ানন্দকে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

খেলা করার সময় ভেঙে পড়ল দেওয়াল, উত্তর প্রদেশে মৃত্যু দু'টি শিশু

বারাবাঙ্কি (উত্তর প্রদেশ), ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): খেলা করার সময় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল দেওয়ালঊ উত্তর প্রদেশের বারাবাঙ্কি জেলায় দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'টি শিশুরঊ সোমবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছছে বারাবাঙ্কি জেলার রামপুর ভবানীপুর গ্রামেঊ মৃত দু'টি শিশুর নাম হল-কাইফ ও ওয়াসিফঊ উভয়ের বয়স ৪ বছর।

মঙ্গলবার সকালে পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, সোমবার সন্ধ্যায় রামপুর ভবানীপুর গ্রামে দেওয়ালের ধারে খেলা করছিল কাইফ ও ওয়াসিমঊ আচমকাই দেওয়াল ভেঙে পড়ে তাঁদের শরীরের উপরঊ শিশু দু'টির চিতার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন গ্রামবাসীরাঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে শিশু দু'টিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ মামলা রুজু করে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মালদহে বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

মালদহ, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : এক বৃদ্ধের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদহের ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর পঞ্চায়েতের এ কে গোপালন কলোনিতে। মৃতের নাম সুরেশ ঘোষ (৬০)। মঙ্গলবার সকালে নিজের বাড়ির পেছন থেকে সুরেশবাবুর দেহ উদ্ধার হয়।

পুকুর নিয়ে বিবাদের জেরে সুরেশবাবুকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি পরিবারের লোকেদের। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃতের পরিবার পুলিশের কাছে একটি খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। মৃতের ছেলে বাপি ঘোষের অভিযোগ, প্রায় তিন মাস আগে প্রতিবেশীর সঙ্গে একটি পুকুরের দখল নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। প্রতিবেশী কয়েকজন যুবক এসে সুরেশবাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মারধর করে। সুরেশবাবুকে খুনের ঘটনায় ওই প্রতিবেশীরই যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ।

তেলিপাড়া চা বাগানে বোনাস ইশ্যুতে তৈরি হয়েছে অচলাবস্থা

বিন্নাগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বানারহাট থানার অন্তর্গত বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিপাড়া চা বাগানে বোনাস ইশ্যুতে মঙ্গলবার সকাল থেকে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

চা বাগানের বোনাস বৈঠকে ওই বাগানের শ্রমিকদের ১৭ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হবে বলে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেই খবর চা বাগান শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তেই তাঁরা সকাল থেকে প্রথমে চা বাগান ম্যানেজারদের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অন্যান্য চা বাগানের মতো ১৮.৫ শতাংশ হারেই বোনাস দিতে হবে বলে দাবি শ্রমিকদের। পরে তাঁরা চা মালিকদের সংগঠন ডিবিআইটিএ-তে এসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। দাবি না মানা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলতে থাকবে বলে জানান শ্রমিকরা। অন্যদিকে, চা বাগান কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বন্যার কারণে বাগানের উতাদন ব্যাপকভাবে মার খেয়েছে। তাই বোনাস বৈঠকে তেলিপাড়া চা বাগানকে কিছুটা ছাড় দেওয়া হয়। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা তা মেনে নিয়ে চুক্তিপত্রে সইও করেন। কিন্তু এদিন শ্রমিকরা বেঁকে বসায় পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে। এই বিষয়ে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে।

আকাশের মুখ ভার, কপালে চিন্তার ভাঁজ পুজোর উদ্যোক্তাদের

কলকাতা, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কপালে চিন্তার ভাঁজ পুজোর উদ্যোক্তাদেরঊ বৃষ্টিতে কি সব তাহলে মাটি হয়ে যাবে? দিন চারেক বাদে মহালয়াঊ ক'দিনের মধ্যে আকাশ পরিস্কার না হলে তো মুসকিল! আসলে এবার মহালয়ার আগের দিন পর্যন্ত বৃষ্টির আভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। তাঁরা এও জানাচ্ছেন, বর্ষার মরসুম শেষ হওয়ার আগে আরও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আর এতেই আভাস মিলছে পুজোয় বৃষ্টির সম্ভাবনার। মৌসম ভবনের তথ্য অনুযায়ী, ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোবরের মধ্যে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হবে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে। এর মধ্যে কলকাতাও পড়ে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতরের সহ অধিকর্তা আবহাওয়াবিদ সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'মহালয়ার আগে একটা নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। তার জেরে বৃষ্টি হতে পারে। বাকিটার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য আমরা দেব। আমাদের নজর রয়েছে আসন্ন নিম্নচাপের পরবর্তী সময়ের উপর। পরে কোনও নিম্নচাপ বাংলার দিকে মুখ করে বসে আছে কি না সেটাই দেখার। এর উপরেই পুজোয় বৃষ্টির ভাগ্য নির্ভর করছে।

মার্কসীটে ভুল নম্বরকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

বাঁকুড়া, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মার্কসীটে ভুল নম্বরকে কেন্দ্র করে ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর।মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বিভিন্ন কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখায়।একসময় পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তিন দিনের মধ্যে মার্কসীট সংশোধনের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বিক্ষোভ রত ছাত্রদের বক্তব্য সম্প্রতি প্রকাশিত প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সেমিস্টারের মার্কসীটে ব্যাপক ভুল রয়েছে।নম্বর তো ভুল আছেই সেই সঙ্গে অনেক পরীক্ষার্থীকে অনুপস্থিত দেখানো হয়েছে।মর্ডান ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ বিষয়ে ছাত্রদের অদ্ভুত নম্বর দেওয়া হয়েছে।তাদের বক্তব্য এই বিষয়ের প্রস্নপত্রে ২০টি প্রশ্ন থাকে, প্রত্যেক প্রশ্নের মান ২ নম্বর।কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই।কিন্তু দেখা যাচ্ছে কারো নম্বর এসেছে ১৩ কারো তিন।তাদের প্রশ্ন যেখানে প্রশ্নের মান ২ অর্থাৎ জোড় সংখ্যা সেখানে বিজোড় নম্বর আসে কি করে?।ছাত্ররা জানান যে মার্কসীট তৈরীর জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থার যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই ঘটনা ঘটেছে।এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে ছাত্রদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে তারা অভিযোগ করেন।ছাত্রদের এই দাবির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে সংশোধনের জন্য তিনদিন সময় চেয়ে নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবনারায়ন বন্দোপাধ্যায এদিন বাইরে থাকায় তার নির্দেশ মত মাইক যোগে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষনা করা হয়।বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ঘোষনার পর ছাত্ররা বিক্ষোভ বন্ধ করে।

আহত ৬ জন

পাচের পাতার পর

মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে তেহরি গাঢ়ওয়াল জেলার ঘানসালির কাছেঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ ও এসডিআরএফ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার তেহরি গাঢ়ওয়াল জেলার ঘানসালির কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায় যাত্রীবোঝাই একটি গাড়িঊ খাদে পড়ে যাওয়া মাত্রই গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনেরঊ গুরুতর আহত অবস্থায় ৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল গাড়িটি, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছেঊ পাশাপাশি হতাহতদের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। ছবি-তথ্য দপ্তর

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

নদীর উপর বীজের নির্মাণ কাজ ২০২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সম্পর্ণ হয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি হয়ে গেলে উভয় দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও অনেক সহজতর হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমগ্র বিশ্বে যখন আর্থিক মন্দা চলছে। সে সময় আমাদের দেশে কর্পোরেট ট্যাক্স হাস করার মত বেশ কিছু ঐহিহাসিক পদক্ষেপ নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার নিয়েছে। এজন্য ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তখন দেশে কর্পোরেট ট্যাক্স সবচেয়ে বেশি ছিল। ইউ পি এ সরকারের পর শ্রীমোদির নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর একের পর এক জনমুখী পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। দেশের মানুষ এই প্রকল্পগুলি থেকে যেমন দারুণ উপকৃত হয়েছেন তেম্নি সমগ্র বিশ্বেও এগুলি সমাদৃত হয়েছে।

খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে স'ষ্ট আর্থিক মন্দার একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তিনি বলেন, বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতির কারণে মার্কিন কোম্পানীগুলি চীন থেকে এবং চীনের কোম্পানীগুলি আমেরিকা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এদের এখন একটা বাজার দরকার। বিশ্বের এই অবস্থা দেখে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী দেশের সামনে যে বিকল্প নীতি পেশ করেছেন তার অন্যতম হচ্ছে কর্পোরেট ট্যাক্স হাস করা। এতে উৎসাহিত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের কোম্পানীগুলি ভারতে বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত হবে। এরফলে সরাসরি উপকৃত হবেন ভারতের জনগণ। অর্থনীতির এই ঘোষণার পর সেনসেক্স রেকর্ডমাত্রায় উপরে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব খাতে আদায় কম হলেও এরফলে ভবিষ্যতে ৭ থেকে ৮ লক্ষ কোটি টাকা ভারতের বাজারে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। এতে একেবারে সর্বশেষ প্রান্তে অবস্থানকারী ব্যাক্তিটিরও রোজগারের পথ খলে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের কতগুলি ব্যাঙ্কের একত্রীকরণ করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এতেও দেশের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। পাশাপাশি বিভিন্ন হোটেলে থাকার ক্ষেত্রে জি এস টি'র হার কমানোয় পর্যটনের উপর এর দারুণ প্রভাব পড়বে বলেও মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য দেশের বর্তমান সরকার নানা ধরণের উদ্যোগ নিয়েছে। এন ই সি'র সর্বশেষ বৈঠকেও পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্পতিক ঘোষণায় আবাসন ঋণ এবং ক্ষুদ্র ঋণের ইএমআই কমানো হয়েছে। এর প্রভাবও ভারতের অর্থনীতির উপর পড়বে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, দেখা গেছে বিভিন্ন রাজ্যে এমন সব আবাসন প্রকল্প রয়েছে যেগুলির নির্মাণ কাজ ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ হবার পর আটকে রয়েছে। এতে বড় মাত্রায় বিনিয়োগ আটকে রয়েছে। এখন যেখানে এইসব প্রকল্প আটকে রয়েছে সেখানে অর্থ দিয়ে সাহায্য করার জন্য আলাদা করে ১০ হাজার কোটি টাকার ফাণ্ড রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এছাড়াও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাম্পতি ঘোষণা করেছেন এম এস এম ই-র যে প্রকল্পগুলি রয়েছে ২০২০ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এগুলির এন পি এ ঘোষণা করা হবেনা। এতে ছোট ছোট কোম্পানীগুলি ঘুরে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহ দেবার জন্য ব্যাঙ্কগুলি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে দেশের ৪০০টি জেলায় ছোট ছোট বিনিয়োগকারীদের মুখোমুখি বসিয়ে শিল্পে বিনিয়োগ করার জন্য ঋণ দেবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সি এস আর-র দুই শতাংশ ফাণ্ড কোম্পানীগুলির কাছে থাকে। এই ফাণ্ড থেকে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও বিনিয়োগ করা যাবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দুই শতাংশ অর্থ এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারবে। এতে লাভ নিশ্চিতভাবে ত্রিপুরা পাবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সরকার

● **প্রথম পাতার পর**

জনজাতিদের জন্য শুধু মায়াকান্না করলেই চলে না, কাজ করেও দেখাতে হয়। দেশে আগেও অনেক প্রধানমন্ত্রী গ্রাম, গরীব ও কৃষকমুখী ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু বাস্তবে গ্রাম, গরীব ও কৃষমুখী ব্যবস্থা করছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনিই প্রথম প্রধানমন্ত্রী যিনি দেশের কৃষকদের কল্যাণে প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান বিধি যোজনার মাধ্যমে কৃষকদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি বছরে ৬ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। এই প্রকল্পে রাজ্যের ২ লক্ষ ১৫ হাজার কৃষকের অ্যাকাউন্টে ইতিমধ্যেই ৮৮ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। গ্রামোন্নয়ন, সবকা সাথ সবকা বিশ্বাস, সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই শ্লোগানগুলির মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীজি সীমাবদ্ধ থকেননি। সেইসব শ্লোগানকে বাস্তবায়নেও তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছেন।

মুখ্যমন্ত্রী নর্থ-ইস্ট কাউন্সিল বৈঠকের আলোচনা প্রসঙ্গ তুলে ধরে জানান, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিখ্যাত পর্যটন ক্ষেত্রগুলি আরও উন্নত ও আকর্ষণীয় করে দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনাও নর্থ-ইস্ট কাউন্সিলের বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে ২০২২ সালের মধ্যে নেশামুক্ত রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে এই প্রথম কৃষকদের কাছ থেকে ন্যূনতম সহায়কমূল্যে ধান ক্রয় করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ২৭ হাজার মেট্রিকটন ধান কেনা হয়েছে। তাতে কৃষকদের কাছে মোট ৪৮ কোটি টাকা পৌঁছে গেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী সম্পদ যোজনার মাধ্যমে রাজের ৭টি পরিবারকে রাইস মিল, মশলা ফ্যাক্টরি, আচার ফ্যাক্টরি ইত্যাদির জন্য ভর্তুকিতে ব্যাঙ্ক থেকে ২৮ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার যে ১২টি পিছিয়ে পড়া ব্লককে চিহ্নিত করেছে সেগুলিকে উন্নয়ন করার লক্ষ্যে জেলাশাসক, মহকুমা শাসক, বিডিও-দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদেরও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাতেই নির্ধারিত সময়ের আগেই কাজটি সম্পন্ন করা যাবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সৌম্যা গুপ্তা বলেন, 'ট্রান্সফরমেশন অব অ্যাসপিরেশনাল ব্লক প্রোগ্রামের' মাধ্যমে রাজ্যের ৫টি জেলা ১২টি ব্লককে পিছিয়েপড়া ব্লক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্লকগুলির অধিকাংশই জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার অন্তর্গত। চিহ্নিত এই ১২টি ব্লকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যেসব উন্নয়নমূলক প্রকল্প রয়েছ তা রূপায়ণের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিন বছরের মধ্যে ব্লকগুলির উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। প্রতিটি ব্লকের কাজের অগ্রগতি তদারকির জন্য বিশেষ সচিব বা তার উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন আধিকারিককে স্টেট প্রভারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠান এছাড়াও ভাষণ দেন মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব বিকাশ সিং। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব শশীরঞ্জন কুমার, কৃষি ও কৃষক দপ্তরের সচিব মানিক লাল দে, সএবাস্থ্য দপ্তরে সচিব দেবাশিস বসু, বজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং, মৎস্য দপ্তরের সচিব রামেশ্বর দেব, রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব বরুণ কুমার সাহু এবং মুখ্য বন সংরক্ষক অমিত শুক্লা।

গৃহবধূ

● **প্রথম পাতার পর**

হওয়া যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। এদিকে, রুমার মা, বাবা ও আত্মীয় পরিজনরা হত্যা সংক্রান্ত অভিযোগ আনে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত দেড়বছর আগে প্রয়াত বিশ্বজিৎ দাসের মেয়ে পূজা দাসের (১৯) সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল উদয়পুরের পালাটানার সুনীল দাসের ছেলে শুভঙ্কর দাসের।

প্রথমে নিজেদের পছন্দ। পরবর্তী সময়ে সামাজিকভাবে বিয়ে দেয় পরিবারের লোকজন। বিয়ের সময় ছেলের এবং তার বাড়ির লোকজনদের যা যা দাবি ছিল সবই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিয়ের কয়েকমাস ভালই চলছিল দাম্পত্য জীবন। তারপর থেকেই শুরু হয় পূজা দাসের উপর অত্যাচার। পুজার স্বামী পেশায় গাড়ি চালক। কয়েকদিন পর পর পুজার স্বামী শুভঙ্কর দাস পুজাকে বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসার জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচার চালাতো। গত কিছুদিন আগে পূজা গোমতী জেলা হাসপাতালে এক মৃত সন্তানের জন্ম দেয়। এরপর থেকেই পুজার উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এরই শেষ পরিণতি ঘটে রবিবার রাতে।

বিভিন্ন শহর

আটের পাতার পর

ভূকম্পন অনুভূত হওয়া মাত্রই আতঙ্কে বহুতল থেকে বেরিয়ে আসেন রাজধানীর মানুষজনঊ এছাড়াও চণ্ডীগড় এবং জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি ও পুঞ্চেও ভূকম্পন অনুভূত হয়েছেঊ ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেল ৪.৩১ মিনিট নাগাদ ৬.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ভারত (জম্মু ও কাশ্মীর)-পাকিস্তান সীমান্তবর্তী অঞ্চলেঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ৩২.৯ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩.৭ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরেঊ ইএমএসসি-র পক্ষ থেকে আবার জানানো হয়েছে, পাকিস্তানের লাহোর থেকে ১৭৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অনুভূত হওয়া ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.১ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও, ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

চার ছাত্র

● **প্রথম পাতার পর**

ডাকবে বলে আজ বিরজিৎ সিন্হা হুঙ্কার দেন। পুলিশের এই দ্বিচারিতার জন্য কংগ্রেস আজ কৈলাসহরে এক বিক্ষোভ মিছিল প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ মিছিলটি জেলা কংগ্রেস ভবন থেকে বের হয়ে কৈলাসহর জেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে কৈলাসহর থানার সামনে এসে প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়।

বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন পিসিসি সভাপতি বিরজিৎ সিন্হা, জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, যুব কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুশান্ত চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে। বিক্ষোভ মিছিল শেষে জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান বলেন

কেন্দ্রীয়

● **প্রথম পাতার পর**

রাজমাতা বিভু কুমারী দেবী ত্রিপুরায় কংগ্রেস-টিইউজেএস জোট সরকারের আমলে মন্ত্রী হয়েছিলেন। সাবালক হওয়ার পর প্রদ্যুৎ কিশোরও কংগ্রেস পরিবারের সাথে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং দীর্ঘ সময় তিনি ত্রিপুরায় কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন। কিন্তু, এখন এনআরসি ইস্যুতে দলের সাথে মতানৈক্য চরম সীমায় পৌছে যায় এবং তাতে তিনি দল ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ইস্তফা পত্র কংগ্রেস হাইকমান্ডের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য অমিতাভ বচ্চনের নাম চূড়ান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): চলচ্চিত্রে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার পেতে চলেছেন কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। মঙ্গলবার ঐতিহ্যশালী এই পুরস্কারের জন্য অমিতাভ বচ্চনের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকর। সর্বসম্মতিক্রমেই যে বিগ-বির নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে তাও জানিয়েছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়া ট্যুইটারে প্রকাশ জাভরেকর লিখেছেন, বিনোদন দেওয়ার পাশাপাশি দুইটি প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন কিংবদন্তি অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কারের জন্য তাঁর নাম সর্বসম্মতিক্রমে চূড়ান্ত করা হয়েছে। গোটা দেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলও এতে খুশি। হৃদয়পূর্ণ অভিনন্দন রইল অমিতাভ বচ্চনের প্রতি।

প্রখ্যাত হিন্দি কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের পুত্র অমিতাভ বচ্চনের চার দশকের অভিনয় জীবনে বহু অসাধারণ ছবি উপহার দিয়েছেন। শোলে, ডন, অমর আকবর অ্যান্টনি, নমকহালাল, শহেনশা, খুদাগওয়া, পা, ব্ল্যাক, দিওয়াড় সহ বহু স্মরণীয় ছবি দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে ৭৬ বছর বয়সেও সমান ভাবে কাজ করে চলেছেন তিনি।

নির্বাচন কমিশন

পাচের পাতার পর

নির্দেশ দেয় বম্বে হাইকোর্টঊ সোমবারই নির্বাচন কমিশনের কাছে বম্বে হাইকোর্টের নির্দেশ পৌঁছয়ঊ এরপর মঙ্গলবার সকালে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী ২১ অক্টোবর সাতারা লোকসভা আসনে উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ হবেঊ ফলাফল ঘোষণা হবে ২৪ অক্টোবর।

এনআরসি-তে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে আত্মঘাতী ব্যক্তি

জলপাইগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির ধূপগুড়িতে এনআরসি-তে নাগরিকত্ব হারানোর আতঙ্কে আত্মঘাতী রাজ্যের এক বাসিন্দা। মঙ্গলবার সকালে শ্যামল রায় নামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল তাঁর বাড়ি থেকে। বেশ কয়েকদিন ধরেই পুরনো নথি জোগাড় করার জন্য শ্যামলবাবু প্রশাসনের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরছিলেন। কিন্তু রোজ শিবিরগুলিতে দীর্ঘ লাইন দেখে তিনি ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়েন। মনে হয়, নথিগুলো জোগাড় করা খুব সহজ কাজ হবে না। আর তারপর এনআরসি হলে, তিনি বাদ পড়তে পারেন, এই আশঙ্কাও গ্রাস করছিল।

খেলা খেলা

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচেও সাদার্নের বিরুদ্ধে দুরন্ত জয় মোহনবাগানের

মোহনবাগান- ৪ (সুহের দুই, ব্রিটো দুই), সাদার্ন সমিতি- ০সায়ন মজুমদার: খেলা শুরুর আগে থেকে প্রবল বৃষ্টি, খেলা হওয়া নিয়ে সংশয়, মোহনবাগানের লিগ খেতাব থেকে ছিটকে যাওয়া ইত্যাদি কারণে কিছুটা হলেও ম্যাচের আকর্ষণ বেশ কম ছিল। যদিও আপাত নিয়মরক্ষার ম্যাচেও বিপক্ষকে ছারখার করে দিল সবুজ মেরুন। মোহন খেলোয়াড়দের দুরন্ত পাসিং ফুটবল অবনমনের খাদের কিনারায় আরও এগিয়ে গেল সাদার্ন সমিতি। তিন প্রধানের মধ্যে মোহনবাগান মাঠের অবস্থা সবচেয়ে ভালো। প্রবল বর্ষাতেও একদিন মোটামুটি ভালোই ছিল মাঠ। কিন্তু এদিনের প্রবল বৃষ্টিতে সেই মাঠেও বেশ জল জমে যায়। কিন্তু মোহনবাগানের মাঠ কর্মীদের ততপরতায় কিছুক্ষন পরেই মাঠ খেলার মত তৈরি হয়ে যায়।দল লিগ খেতাব থেকে প্রায় ছিটকে গিয়েছে। এই অবস্থায় দলে সাতটি পরিবর্তন করেছিলেন মোহন কোচ কিবু ভিকুনা। তেকাঠির তলায় দীর্ঘদিন পর ফেরেন শিল্টন পাল। এছাড়া সাদার্নের বিরুদ্ধে প্রথম থেকে দলে ছিলেন আশুতোষ, বিক্রমজিত, মোরান্তে, ব্রিটো, সালভাদর ও শিল্টন ডি"সিলভা। এদিন ম্যাচ শুরুর আগে থেকে প্রবল বৃষ্টি (বৃষ্টির তীব্রতায় মোহনবাগান মাঠ থেকে দেখা যাচ্ছিল না দ্য ফরটিটুও) নামায় প্রায় ১৪ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হয়।আর প্রবল বর্ষণে মাঠের হালও বেশ খারাপ হয়ে যায়। জল জমে যায় ঘাসের তলায়। ফলে বল কন্টোল তো দূর, দাঁড়াতেও বেশ সমস্যা হচ্ছিল দুই দলের ফুটবলারদের। তা সত্ত্বেও যথেষ্ট ভালো ফুটবল উপহার দিলেন কিবুর ছেলেরা।খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি একটু ধরায় সমর্থকরা তখন সবে ছাতা, রেইনকোট যে যার মতো গোছাতে ব্যস্ত, সেই সময়েই প্রথম গোলটি পেয়ে গেল মোহনবাগান। সৌজন্যে সালভা-সুহের যুগলবন্দী। আশুতোষের তোলা বল চেস্ট ট্র্যাপ করে সুহেরের জন্য নামিয়ে দেন সালভা। সেই বল গোলে ঠেলতে দ্বিধা করেননি সুহের। মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোল পেয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই আক্রমণের ঝাঁজ বাড়ায় সবুজ মেরুন। সেই রকম একটি আক্রমণ থেকেই ১৮ মিনিটে বল নিয়ে একা সাদার্ন বক্সে ঢুকে যান ব্রিটো। তাকে থামাতে পিছন থেকে ট্যাকল করেন স্যামুয়েল। মোহন খেলোয়াড়রা পেনাল্টির জোরালো আবেদন জানালেও রেফারি সুরজিত দাস তাতে কর্ণপাত করেননি।

এরপর ৩০ মিনিটে বেইতিয়ার কর্নার থেকে হেডে বল সাদার্ন জালে জড়ান সালভা। কিন্তু ফাউলের কারণে তার গোল বাতিল হয়ে যায়। অন্যদিকে, সাদার্নের খেলায় কোনও ঝাঁজই ছিল না। একমাত্র আল আমনাই একটু যা চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সাদার্ন যে গুটিকয় আক্রমণ শানাল তা মূলত আমনার প্রচেষ্টাতেই। ৪৪ মিনিটে সুহেরের মাইনাস বিপক্ষ গোলেট সামনে ধরেন সালভাদর। কিন্তু তাও গোল করতে পারেননি তিনি। তাকে বক্সে কড়া ট্যাকল করেন সাদার্ন ডিফেন্ডার। ফের একবার পেনাল্টির আবেদন করেন মোহনবাগান খেলোয়াড়রা। কিন্তু এবারও তা ফলপ্রসূ হয়নি।প্রথমার্ধের খেলা শেষ হওয়ার পর আরও ঝেঁপে আসে বৃষ্টি। টানা বৃষ্টিতে মাঠের জায়গায় জায়গায় জমে যায় দল। বিরতির পর রেফারিরা মাঠে নামতে মাঠের অবস্থা নিয়ে রেফারিকে অভিযোগ জানান সাদার্ন সমিতির খেলোয়াড়রা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে মাঠ পরীক্ষা করেন রেফারি। মাঠে এসে ফিরে যান মোহন খেলোয়াড়রাও। এরপর প্রায় ৩৫ মিনিট অপেক্ষার পর ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে ফের শুরু হয় খেলা। তবে দুই পক্ষকেই ছন্দ ফিরে পেতে বেশ স্ট্রাগল করতে হয়। ৫৩ মিনিটে দুরন্ত গতিতে বিপক্ষ ডিফেন্সকে পরাস্ত করে গোলের খুব কাছে পৌঁছেও কিপারের হাতে বল মারেন নাওরেম। এর কিছু পরে সাদার্ন ডিফেন্সের ভুল থেকে বল ধরে বিপক্ষ গোল লক্ষ্য করে শট ক্রসপিসে লেগে ফিরে আসে। ৬৪ মিনিটে ফের একবার গোল করেন সুহের। এবার এসিস্ট ব্রিটোর। দুই গোলের লিড নিতেই সালভাদরকে বসিয়ে নতুন বিদেশি জুলেন কলিনাসকে নামান কিবু। তিনি নামার ১২ মিনিটের মধ্যেই গোল করালেন তিনি। তার পাস থেকেই তৃতীয় গোলটি করেন ব্রিটো। ম্যাচের ৮১ মিনিটে ময়দানের বিখ্যাত ইরানিয়ান স্ট্রাইকার জামশেদ নাসিরির ছেলে কিয়ান নাসিরিকে নামান কিবু। দশ মিনিটের খেলায় কাউকে বিচার করা উচিত নয়, তবুও কিয়ানের টাচ দেখে বলাই যায়, মাঝা ঘষা করলে এই ছেলের মধ্যেও ক্ষমতা আছে নজর কাড়ার। অতিরিক্ত সময়ে আরও একটি গোল করেন ব্রিটো। শেষদিকে অবশ্য সাদার্নের ফৈজলের শট বারে লাগে।অন্যদিকে, কল্যাণীতে সন্তোষ ট্রফির কোয়ালিফায়ারে বিহারের কাছে ১-০ গোলে হারল বাংলা। এই বিহারকে আগের ম্যাচে ছয় গোল দিয়েছিল উড়িষ্যা।মোহনবাগানের প্রথম একাদশ: শিল্টন পাল, আশুতোষ, বিক্রমজিত, মোরান্তে, গুরজিন্দর, ব্রিটো, নাওরেম, শিল্টন ডি"সিলভা, বেইতিয়া, সুহের ও সালভা চামোরো

রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক মঞ্চে আগুন জ্বালানো গ্রেটাই অনুপ্রেরণা রোহিতের

গত সোমবার নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার জলবায়ু সম্মেলনে আগুনে বক্তব রেখেছে গ্রেটা থুনবার্গ। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে রাষ্ট্রনেতাদের নিস্পৃহ আচরণের প্রতিবাদে শেষ এক বছর ধরে সওয়াল করছে ১৬ বছরের এই সুইডিশ পরিবেশ কর্মী। নিউ ইয়র্কে গ্রেটার বক্তবেই রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার সূচনা হয়েছিল।রাষ্ট্রপুঞ্জের আন্তর্জাতিক মঞ্চে দাঁড়িয়েই গ্রেটা রাষ্ট্রনেতাদের কড়া ভাষায় সমালোচান করে। গ্রেটার এই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এমনকী মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সেই ভিডিও টুইটারে শেয়ার করে গ্রেটাকে কুর্নিশ জানিয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রোহিত শর্মা এবার গ্রেটার ভিডিও টুইট করলেন। হিটমান লিখলেন, "গ্রেটা তুমি অনুপ্রেরণা।

আগামী প্রজন্মকে একটা নিরাপদ পৃথিবী বানিয়ে দেওয়ার দায় আমাদেরই। সময় এসেছে পরিবর্তনের।"গ্রেটা এই অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রনেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন যে, পরিবেশ রক্ষার নামে নান কর্মসূচী ঠিক করা হলেও তারা সেকথা রাখেননি।গ্রেটা তাঁর শৈশব নষ্ট করার জন রাজনৈতিক নেতাদের ধুয়ে দিয়েছে। প্রশ্ন তুলেছে কীভাবে তাঁরা এই সাহস পেলেন? এই জলবায়ু সম্মেলনের শেষে সেক্রেটারি জেনারেল অ্যান্টোনিও গাটার্স জানান যে, ৭৭টি দেশ ২০৫০-এর মধে কার্বনের ববহার কমানোর জন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। পাশাপাশি আরও ৭০টি দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের জন লড়াই চালাবে বলেও তিনি জানান। শতাধিক বিজনেস লিডররা গ্রিন ইকনমির পথে হাঁটবে বলেই তাঁর বাখা।

ছিটকে গেলেন বুমরা

নজরবন্দি ব্যুরোঃ দেশের মাটিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে নামছে ভারত। কিন্তু তার আগে ভারতীয় শিবিরে জোর ধাক্কা। পিঠের নীচে হালকা স্ট্রেস ফ্যাকচার ধরা পড়ায় প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে দল থেকে বাদ পড়ে গেলেন বোলার জসপ্রিত বুমরা।২ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে প্রথম টেস্ট। ঠিক তার আগে বুমরার ছিটকে যাওয়া টিম ইন্ডিয়ার কাছে নিঃসন্দেহে বড় ধাক্কা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি ২০ সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল জসপ্রীত বুমরাকে। কিন্তু পিঠের চোট ধরা পড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে দেখা যাবে না বুমরাকে। বিশাখাপত্তনমে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট শুরু হওয়ার আগে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড জসপ্রীত বুমরার চোটের জন্য টেস্ট ম্যাচ খেলতে না পারার বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন বুমরা, সঙ্গে একটি হ্যাটট্রিক। বুমরার বাদ যাওয়ায় দলে নেওয়া হয়েছে উমেশ যাদবকে।

সাদার্নকে ৪ গোল দিল বাগান

মোহনবাগান ৪ সাদার্ন সমিতি ০(সুহের ২, ব্রিটো ২)

আজকাল ওয়েবডেস্ক: গত ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কাছে হেরে লিগের লড়াই প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে মোহনবাগানের। মঙ্গলবার ঘরের মাঠে অবনমনের আওতায় থাকা সাদার্ন সমিতির বিরুদ্ধে নেমেছিল মোহনবাগান। ভিপি সুহের ও ব্রিটোর জোড়া গোলে সাদার্নকে হারাল কিবু ভিকুনার ছেলেরা।এদিন খেলা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাগানের হয়ে প্রথম গোল করেন ভিপি সুহের। এগিয়ে যায় বাগান। তবে বৃষ্টির জন্য সমস্যা হচ্ছিল দু"দলের ফুটবলারদেরই। পাস খেলতে সমস্যা হচ্ছিল। ফলে কিছুটা লং বলে খেলা চলতে থাকে। আর তাই খেলা কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলে। প্রথমার্ধে আর গোল আসেনি। দ্বিতীয়ার্ধে বেশ কিছুক্ষণ পরে শুরু হয় খেলা। সাদার্ন টিডি মেহতাব হোসেন নামান অভিজ্ঞ আল আমনাকে। কিন্তু তাতেও খেলার ছবি বদলায়নি। ৬৩ মিনিটের মাথায় চুলোভার ক্রস ধরে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল করেন সুহের। তারপরেই বাগান কোচ নামান নতুন স্প্যানিশ জুলিয়েন কলিনাসকে। প্রথম দিন কাদা মাঠে ভালই খেললেন কলিনাস।৭৭ মিনিটের মাথায় কলিনাসের থ্রু ধরেই গোল করলেন ব্রিটো। তারপরেও গোল সংখ্যা বাড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে বাগান। অতিরিক্ত সময়ে ৯৩ মিনিটের মাথায় নিজের দ্বিতীয় ও দলের চার নম্বর গোল করেন ব্রিটো। ম্যাচের সেরা হন তিনি। মাঝে সাদার্ন দু"একটা সুযোগ তৈরি করলেও কাজে লাগাতে পারেনি।এদিনের জয়ের ফলে ১০ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট হল মোহনবাগানের।

আগামী বছর হতে চলেছে ভারত বনাম ক্রোয়েশিয়া ফুটবল ম্যাচ

লুকা মদ্রিচ যিনি বর্তমান ফুটবলের এক অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। কিছুদিন আগে ফুটবল বিশ্বকাপে যিনি একাই টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের দেশকে, এবং যার কাঁধের ওপর ভর করে ক্রোয়েশিয়া পৌঁছে গিয়েছিলো ফাইনালে তিনি হলেন লুকা মদ্রিচ। এমনকি ফিফার বর্ষসেরা পুরস্কার তিনি পেয়েছেন। অপরদিকে রয়েছেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অর্থাত ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর পরেই যিনি সর্বাধিক আন্তর্জাতিক গোল করেছেন তিনি হলেন ভারত অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। আর হ্যাঁ এবার এই দুজনেই একে অপরের মুখোমুখি হতে চলেছে অর্থাত সুনীল ছেত্রী বনাম লুকা মদ্রিচ দৌরাত্ম্য দেখতে চলেছে ফুটবল বিশ্ব।সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী বছর অর্থাত ২০২০ সালে বিশ্ব ফুটবল দেখতে চলেছে এক চমক। অর্থাত বর্তমান ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা লুকা মদ্রিচের মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতের সর্বকালের সর্বশ্রেচ্ঠ গোলদাতা সুনীল ছেত্রী। জানা গিয়েছে ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে গত ওয়ার্ল কাপের রানার্স আপ ক্রোয়েশিয়ার মুখোমুখি হতে চলেছে ভারতীয় ফুটবল দল।ভারতের ফুটবল ফেডারেশনের সচিব কুশল দাস এই নিয়ে রবিবার বিস্তারিত আলোচনায় বসেছিলেন ক্রোয়েশিয়ার ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি দাভর সুকেরের সঙ্গে। জানা গিয়েছে সুকের এই নিয়ে সবুজ সংকেত দিয়ে রেখেছেন।এই সুকের ১৯৯৮ সালের বিশ্বকাপে সোনার বুট জিতেছিলেন এবার এই সুকের ভারতে আসার কথা আগামী নভেম্বর মাসে। আগামী নভেম্বর মাসে ভারতে এসে এই ব্যাপারে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবেন উনি। আর তারপরেই ঘোষিত হয়ে যাবে ভারত বনাম ক্রোয়েশিয়ার ফ্রেন্ডলি ম্যাচের দিনক্ষণ এবং সময়সূচী।

আবার কোড অফ কনডাক্ট লঙ্ঘন করলেন বিরাট কোহলি

সোমবার আইসিসি-র তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, "বিরাট কোহলি আইসিসি-র ২.১২ ধারায় প্লেয়ারদের কোড অফ কনডাক্ট লঙ্ঘন করেছে। প্লেয়ার, আম্পায়ার ও ম্যাচ রেফারি অথবা অন্য কোনও ব্যক্তির সঙ্গে অসঙ্গত শারীরিক সংঘর্ষ করলে দোষী সাব্যস্ত হয়। এর ফলে বিরাটের ওয়ান ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে কোহলির শৃঙ্খলাভঙ্গের রেকর্ডের সঙ্গে। এ নিয়ে ২০১৬ সেপ্টেম্বর থেকে সংশোধিত কোড চালু হওয়ার পর থেকে তিনবার শৃঙ্খলা ভাঙল কোহলি।"চিন্নাস্বামীতে ব্যাটিং করার সময় রান নিতে গিয়ে প্রোটিয়া বোলার বিউরন হেনড্রিক্সের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ান কোহলি। ম্যাচের পর বিরাট ম্যাচ-রেফারি রিচি রিচার্ডসনের কাছে দোষ স্বীকার করেছেন। এর পর বিরাটের মোট তিন ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয়েছে। প্রথম ডেমেরিট পয়েন্ট হয় গত বছরের শুরুতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্টে। দ্বিতীয় ডিমেরিট পয়েন্ট যোগ হয় ২০১৯ বিশ্বকাপে ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচে।

১৮ বছরের শাটলার লক্ষ্য সেন

বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের ফাইনালে পৌঁছলেন দুর্দান্ত ছন্দে থাকা ১৮ বছরের ভারতীয় শাটলার লক্ষ্য সেন। সেমিফাইনালে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ডেনমার্কের কিম ব্রানকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন আলমোরার শাটলার।

২৪ টুর্নামেন্ট জুড়ে স্বপ্নের ফর্মে থাকা লক্ষ্য বেলজিয়ান ইন্টারন্যাশনাল চ্যালেঞ্জের সেমিফাইনালের প্রথম গেম ২১-১৮ পয়েন্টে জেতেন। এই গেমে একটা সময় পিছিয়ে পড়েও ফিরে আসেন ভারতীয় শাটলার। দ্বিতীয় গেমের শুরুতে ৬-২ পয়েন্টে এগিয়ে যান ভারতীয় হয়ে এশিয়ান জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন শাটলার। ওই গেমেই এক সময় ১১-৩ পয়েন্টে এগিয়ে যান ভারতের লক্ষ্য।

উনমুক্ত চাঁদের পরবর্তী চ্যালেঞ্জ উত্তরাখণ্ড

প্রেস কার্ড নিউজ ডেস্ক ; উনমুক্ত চাঁদ ২০১২ সালে টিম ইন্ডিয়াকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে শিরোনাম তৈরি করেছিলেন। উনমুক্ত মাত্র ১৬ বছর বয়সেই ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে শুরু করেছিলেন। তিনি তার অধিনায়কত্বে ভারতকে ২০১২ বিশ্বকাপ জিতিয়েছিলেন। উনমুক্ত চাঁদের পক্ষে সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল, তবে তাঁর ফর্মটি পুরোপুরি হ্রাস পেয়েছে। তিনি তার রাজ্য দলে থাকার জন্যও লড়াই করে যাচ্ছিলেন।গত মরসমে তাঁকে দিল্লি দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য তাকে নির্বাচিত করা হয়নি। তিনি আইপিএলও খেলেছিলেন, তবে খারাপ ফর্মের কারণে তিনিও সেখানেও বাইরে ছিলেন। উনমুক্ত এখন আবার নতুন দলের সাথে নতুন করে শুরু করতে প্রস্তুত। আসন্ন ঘরোয়া মরসুমে তাকে এখন উত্তরাখণ্ডের হয়ে খেলতে দেখা যাবে এবং তাকে দলের অধিনায়কও করা হয়েছে। ২৬ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান বছরের পর বছর ধরে দিল্লি দলের বাইরে রয়েছেন।এই কারণে, তিনি তার রঞ্জি দল পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। তিনি বলেছিলেন যে গত ২-৩ বছর ধরে তিনি দিল্লির হয়ে ভালো খেলেন না। তিনি বেশ কয়েকবার ফিরে এসেছিলেন, কিন্তু আমাকে বারবার বাদ দেওয়া হয়েছিল। এখন আমার জন্য প্রতিটি ম্যাচই আমার প্রত্যাবর্তনের ম্যাচের মতো। দিল্লির হয়ে খেলা আমার জন্য দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা ছিল, তবে উত্তরাখণ্ড এখন আমার জন্য পরবর্তী চ্যালেঞ্জ। এই জায়গাটি আমার জন্য বাড়ির মতো। আমি আশা করি আমি এই দলের হয়ে ভাল করতে পারব।

বিরাট, রোহিতকে ছাপিয়ে গেলেন আর্চার

ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ের অন্যতম নায়ক জোফ্রা আর্চার। মাত্র ১৪০ দিন আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পদার্পণ ঘটেছে তাঁর। এর মধ্যেই তিনি ছাড়িয়ে গেলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহালির মতো তারকাদের।টেস্ট অভিষেকেই সকলকে চমকে দিয়েছিলেন বার্বাডোজজাতএই ফাস্ট বোলার। সদ্য সমাপ্ত অ্যাশেজ সিরিজে ৯০ মাইলের বেশি গতিতে ধেয়ে আসা আর্চারের বল সমস্যায় ফেলেছিল স্টিভ স্মিথ থেকে ডেভিড ওয়ার্নার সকলকেই। মাত্র চারটি টেস্ট খেলেই তুলে নিয়েছেন ২২ টি উইকেট। সম্ভবত তারই পুরস্কার পেতে চলেছেন আর্চার। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে ২৪ বছর বয়সী এই ফাস্ট বোলারের সঙ্গে যে চুক্তি করা হয়েছে তাতে তিনি প্রতি বছর ১০ লক্ষ পাউন্ড বা ভারতীয় মুদ্রায় আট কোটি ৮১ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৪৭ টাকা পাবেন বলে শোনা যাচ্ছে। যা ইংল্যান্ড ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।বিরাট, রোহিতরা ভারতীয় বোর্ডের চুক্তির "এ" ক্যাটাগরিতে আছে। সেই চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় অধিনায়ক, সহ অধিনায়কেরা বছরে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাত কোটি টাকা করে আয় করেন।বার্ষিক চুক্তি থেকে আয়ের বিচারে তাদের ছাপিয়ে গেলেন বিশ্বক্রিকেটের এই নতুন তারকা।

আট নম্বরে নেমে হাফ সেঞ্চুরি

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জমজমাট থ্রিলার লড়াই উপহার দিল বাংলদেশ-জিম্বাবোয়ে। ঢাকায় শুক্রবার ত্রিদেশীয় সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচের ২ বল বাকি থাকতে ৩ উইকেটে ম্যাচ জিতল টাইগাররা। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ ১৮ ওভারের ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান তোলে জিম্বাবোয়ে।এই রান তাড়া করতে নেমে শুরুতে ব্যাটিং ধসের মুখে বলে বাংলাদেশ।২৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলে টাইগাররা। এরপর ৬০ রানে ৬ উইকেট চলে যায়। সেখান থেকে ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে হাফ সেঞ্চুরি করে বাংলাদেশকে ম্যাচ জেতান তরুণ আফিফ হোসেন আট নম্বরে নেমে হাফ সেঞ্চুরি কেরিয়ারের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক ম্যাচে হাফ সেঞ্চুরি পেলেন উনিশ বছরের বাঁ-হাতি ক্রিকেটার আফিফ।

ক্রিকেট নয়, আমেরিকায় গল্ফ টুর্নামেন্ট খেললেন ধোনি

জুলাইয়ে শেষ বার জাতীয় দলের জার্সিতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল এখনও পর্যন্ত তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। ক্রিকেট নয়, মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে এ বার দেখা গেল গলফে।আমেরিকার মেটুচেন গল্ফ অ্যান্ড কান্ট্রি ক্লাব সাম্মানিক সদস্য পদ দিয়েছে ধোনিকে। সেখানে গত ১৩ সেপ্টেম্বর এক গল্ফ প্রতিযোগিতায় খেলতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। যা ছিল তাঁর জীবনের প্রথম গল্ফ প্রতিযোগিতা। স্থানীয় সদস্য রাজীব শর্মার সঙ্গে ফ্লাইট ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেন এমএসডি। এই রাজীব শর্মাই তিন বছর আগে ক্লাবের সঙ্গে পরিচয় ঘটান ধোনির।

প্রতিযোগিতায় পাঁচটার মধ্যে চারটি ম্যাচ জেতেন তাঁরা।ক্রিকেটপ্রেমীরা অবশ্য গল্ফে নয়, বাইশ গজে দেখতে চাইছেন ধোনিকে। বিশ্বকাপের পর দুই মাস বিশ্রাম নিয়েছিলেন তিনি। প্রতিযোগিতায় পাঁচটার মধ্যে চারটি ম্যাচ জেতেন তাঁরা।ক্রিকেটপ্রেমীরা অবশ্য গল্ফে নয়, বাইশ গজে দেখতে চাইছেন ধোনিকে। বিশ্বকাপের পর দুই মাস বিশ্রাম নিয়েছিলেন তিনি। এই সময়ে ভারতীয় দল ওয়েস্ট ইন্ডিজসফরে গিয়েছিল। সেখানে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি ও তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে টিম ইন্ডিয়া।

সদ্য ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে বিরাট কোহালির দল। ধোনি খেলছেন না, খেলার ব্যাপারে কোনও কথা বলছেন না বলেই জল্পনা বাড়ছে। শোনা যাচ্ছে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজেও খেলবেন না ধোনি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তী

আভ্যন্তরীণ বিদ্যুতীকরণ বিভাগের এনলিষ্টমেন্ট রুলের অ্যামেন্ডমেন্ট

এনলিষ্টমেন্ট রুলের অ্যামেন্ডমেন্ট করার জন্য আভ্যন্তরীণ বিদ্যুতীকরণ বিভাগের এনলিষ্টমেন্টপ্রাপ্ত ঠিকাদারদের দাবী অনেকদিনের। দপ্তর এই রুলের অ্যামেন্ডমেন্ট করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে একটি রিভিও কমিটি গঠন করে।

রিভিও কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার সমস্ত দিক বিবেচনা করে ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১৯ইং তারিখে এনলিষ্টমেন্ট রুলের অ্যামেন্ডমেন্ট করার অনুমোদন প্রদান করেন। সরকার কর্তৃক অনুমোদিত এনলিষ্টমেন্ট রুলের বিশেষ দিকগুলো নিম্নে দেওয়া হলো।

১। বর্তমান এনলিষ্টমেন্টের পাঁচটি শ্রেণী থেকে সাতটি শ্রেণী করা হয়েছে। ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী এবং ডিপ্লোমা প্রাপকদের জন্য দুটি পৃথক শ্রেণীর {ক্লাস-V(A) ও ক্লাস - V(B)} ব্যবস্থা থাকবে। ডিগ্রী প্রাপকরা ৮ লক্ষ টাকা এবং ডিপ্লোমা প্রাপকরা ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ক্লাস-V(C) তে লিপিবদ্ধ করা সাধারণ ঠিকাদারদের জন্য উক্ত আর্থিক সীমা ৫ লক্ষ টাকা।

২। টেন্ডার প্রদানের ক্ষেত্রে সমস্ত শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ করা ঠিকাদারদের আর্থিক সীমা বর্ধিত করা হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীতে ৫ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ টাকা, তৃতীয় শ্রেণীতে ১০ লক্ষ টাকা থেকে ২০ লক্ষ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। পূর্বের মতো প্রথম শ্রেণীতে লিপিবদ্ধ ঠিকাদাররা সমস্ত টেন্ডারের অংশগ্রহণ করতে পারবে।

৩। নতুন এনলিষ্টমেন্টের জন্য আগে আবেদনপত্র সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত অফিস ছিল আগরতলা এবং আমবাসাস্থিত আভ্যন্তরীণ বিদ্যুতীকরণ বিভাগ। এখন থেকে সেই সুযোগের ব্যবস্থা উদয়পুরস্থিত আভ্যন্তরীণ বিদ্যুতীকরণ বিভাগেও করা হয়েছে। তাছাড়া আবেদনপত্র পি.ডব্লিউ.ডি ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করা যাবে।

৪। এনলিষ্টমেন্টের আপগ্রেডেশনের ক্ষেত্রে আগে যে নিয়ম ছিল তাতে কেবলমাত্র পূর্তদপ্তরের অধীন কাজের ভিত্তিতে এনলিষ্টমেন্টের আপগ্রেডেশনের সুযোগ দেওয়ার সংস্থান ছিল। কিন্তু পরিবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী রাজ্য সরকারের যে কোন দপ্তরে অথবা কেন্দ্রীয় পূর্ত দপ্তর, রেল দপ্তর, এম.ই.এস অথবা বহিঃরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের কাজ করলেও আপগ্রেডেশনের সুযোগ প্রদান করা হবে।

৫। এতদিন যে এনলিষ্টমেন্ট প্রদান করা হত সেগুলোর বৈধতার সমসীমার কোন সংস্থান ছিল না। কিন্তু এখন থেকে যে নতুন এনলিষ্টমেন্ট দেওয়া হবে তার বৈধ সময়সীমা থাকবে ৫(পাঁচ) বছর এবং প্রতি ৫ (পাঁচ) বছর অন্তর অন্তর পুনঃ নবিকরণ করানোর সংস্থান রাখা হয়েছে।

৬। নতুন এই অ্যামেন্ডমেন্ট রুলে পার্টনারশিপ ফার্মের সংস্থান রাখা হয়েছে যা আগে ছিল না। তাছাড়া দুই বা তার অধিক ব্যক্তি যাদের এনলিষ্টমেন্ট আছে যদি মনে করে তারাও পার্টনারশিপ ফার্মের মাধ্যমে এনলিষ্টমেন্ট নিতে পারবে।

বিঃ দ্রঃ - বর্তমানে যে এনলিষ্টমেন্ট আছে সেগুলোর বৈধতা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠিকাদারদের এনলিষ্টমেন্ট নবীকরণ করার সুযোগ দেওয়া হবে। এনলিষ্টমেন্ট রুলের অ্যামেন্ডমেন্ট বিশদ বিবরণ গ্যাজেট্ নোটিফিকেশনে এবং পি.ডব্লিউ.ডি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ICA/D-1001/19-20

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সামনেই পুজা তাই সেজে উঠছে আস্তাবল ময়দানের পূজা প্যান্ডেলটি। ছবি- নিজস্ব।

মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম : সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সাংবাদিকদের দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো আগরতলার উদ্যোগে আজ একদিবসীয় সংবাদমাধ্যম কর্মশালা-বার্তালাপ অনুষ্ঠিত হয়। কর্ণেল মহিম ঠাকুর সরণিস্থিত ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম হলো সংবাদমাধ্যম। দেশ গঠনের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রয়েছে সংবাদমাধ্যমের। জনকল্যাণ, রাষ্ট্রকল্যাণ এবং গরীব কল্যাণমুখী সরকারি প্রকল্পগুলি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার ক্ষেত্রে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। তিনি বলেন, বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যাপকতা প্রবল। কিন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই কম। যদিও মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের গুরুত্ব আজও বর্তমান। সংবাদ জগতের বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটছে। সাংবাদিকতাও এর বাইরে নয়। কিন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা আজও স্বমহিমায় উজ্জল। সাংসদ শ্রীমতি ভৌমিক আরও বলেন, রাজ্য সরকার সাংবাদিকদের নতুন পেনশন ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি সাংবাদিক কল্যাণমুখী আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। রাজ্য সরকার রাজ্যের রেল, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন শিল্পের বিকাশেও বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আগামী দিনগুলিতে এ ধরনের কর্মশালা মহকুমা পর্যায়ে করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরামর্শ দেন তিনি। এদিনের কর্মশালায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর নর্থ-ইস্ট জোনালের ডাইরেক্টর জেনারেল এল আর বিশ্বনাথ, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক শেখর দত্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ড: কনক চৌধুরী। আজকের কর্মশালায় প্রায় ৬০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। সাংবাদিকদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন রোগ ও চাপমুক্তির জন্য কর্মশালাতে উপযোগী যোগা প্রদর্শনও করা হয়। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আয়োজক সংস্থার মিডিয়া ও কমিউনিকেশন অফিসার সুদীপ্ত কর।

তীব্র ভূমিকম্পে কাঁপল পাকিস্তানের বিভিন্ন শহর

ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পাকিস্তানের পঞ্জাব ও খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশউ তীব্র ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদ-সহ রাওয়ালপিন্ডি, মুর্রে, ঝেলুম, সোয়াট, খাইবার, অ্যাবোটাবাদ, নৌশেরা, মানশেরা, বাট্টাগ্রাম ও কোহিতাম-এউ পাকিস্তানের ভূতত্ত্ববিদরা জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৫.৮উ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ১০ কিলোমিটার গভীরে। পাকিস্তান ছাড়াও ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে দিল্লি-এনসিআরউ

ছয়ের পাতায় দেখুন

ছেলেধরা গুজবে আতঙ্ক, জনতার মার থেকে বাঁচাতে পানাগড়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে দড়ি বেঁধে কাজে যায় মা

দুর্গাপুর, ২৪ সেপ্টম্বর(হি.স.): ''ছেলেধরার'' গুজব। আর সেই আতঙ্ক শিশু সন্তানের মা-বাবা। একই সঙ্গে ভয়ে সিটিয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেদের পরিবার। ''ছেলেধরা'' সন্দেহে গনপিটুনীর হাত থেকে বাঁচাতে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে পায়ে দঁড়ি বেঁধে কাজে যায় মা। অমানবিক ঘটনাটি ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার পানাগড় গ্রামে। মানসিক ভারসাম্য ওই যুবকের নাম খোকন লোহার। কাঁকসার পানাগড় গ্রাম ক্যানেলপাড়ের বাসিন্দা। গত দুদিন ধরে বাড়ীর চালাঘরে বদ্ধ অবস্থায় জীবন কাটছে তার। খোকনের মা সন্ধ্যা লোহার। বছর পৌষট্টার ওই বৃদ্ধা পরিচারিকার কাজ করেন। সাকালে বেরিয়ে বিকালে ফেরেন। অভিযোগ, দুদিন আগে কাঁকসার বসুধায় তাঁর মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলেকে ''ছেলেধরা'' সন্দেহে গনপিটুনী দেয় এলাকাবাসী। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ গিয়ে তাকে উদ্ধার করে। আর তারপর থেকে ভয়ে সিটিয়ে সন্ধ্যাদেবী। তিনি জানান,' ছেলেকে বেঁধে রাখতে কষ্ট হয়। একমাত্র ছেলে মানসিক ভারসাম্যহীন।

মাঝে মধ্যে বাড়ির বাইরে চলে যায়। সেদিনের মতো কোথাও যদি আবারও মারধর করে। ভয় হয়। খোলা ছেড়ে রাখলে আতঙ্কে থাকতে হয়। রুজিরটানে ছেলেকে বাড়ীতে ছেড়ে কাজে যেতে হয়। তাই ছেলেধরা সন্দেহে মারধরের হাত থেকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে দড়ি বেঁধে রাখতে হয়।' যদিও কাঁকসা বিডিও সুদীপ্ত ভট্টাচার্য্য জানান,' খবর পেয়েছি। পুলিশকে বলেছি। ছেলেটিকে বাঁধন মুক্ত করতে। গুজব ঠেকাতে পুলিশ ও প্রশাসনের বৈঠক হয়েছে। ছেলেধরা আতঙ্ক ঠেকাতে প্রয়োজনীয় সচেতনতামুলক ব্যাবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।

১৭তম স্বর্ণ সম্ভার উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে গয়নার প্রদর্শনি করেন শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ণধার রূপক সাহা ও অর্পিতা সাহা। এবারের শারদোৎসবে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে শক্তিরূপিনী ডিজাইনের স্বর্ণালঙ্কার এবং মানিক্য ডিজাইনের হিরের গয়না নিয়ে হাজির হয়েছে ওই গয়না প্রস্তুত কারক সংস্থা। স্বর্ণ সম্ভার উপলক্ষ্যে প্রতি কেনাকাটায় স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার ও হিরের গয়নার মজুরির উপর আকর্ষনীয় ছাড় এবং প্রতিদিন লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হবে। তাতে স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। এছাড়া মেগা ড্র বিজেতাদের পাঁচটি স্কুটি দেওয়া হবে। ছবি- নিজস্ব।

আরব সাগরে ধেয়ে আসতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় হিক্কা

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আরব সাগরে ধেয়ে আসতে চলেছে ঘূর্ণিঝড় হিক্কা। তার ফলে ঝড়ের পাশাপাশি ভারি ঝেকে অতিভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে অন্ধ্রপ্রদেশ, গুজরাট, তেলেঙ্গানার বিস্তীর্ণ এলাকা।

হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার সকাল থেকে শুরু হতে পারে ঝড়বৃষ্টি। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত হিক্কার প্রভাব জারি থাকবে বলেই অনুমান আবহাওয়াবিদদের। ঘূর্ণিঝড় হিক্কার প্রভাবে ঘন্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝড় ধেয়ে আসতে চলেছে গুজরাটের উপকূলবর্তী অঞ্চলে।

গুজরাটের ভেরাভাল, পাকিস্তানের করাচির ৪৩০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং ওমানের মাসিরাহের ৭৬০ কিলোমিটার পূর্ব-দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তেই হতে চলেছে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। হাওয়া অফিসের তরফে আগামী বুধবার ওমানে হিক্কার প্রভাবে বড়সড় ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

আবহাওয়াবিদদের দাবি, ওমানে ১৭ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় আছড়ে পড়তে পারে এই ঝড়। ২৫ সেপ্টেম্বর সকালের দিকেই ওমানের উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়তে পারে হিক্কা ঘূর্ণিঝড়।

২৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিক্কার প্রভাব জারি থাকবে বলেই পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন সদা সতর্ক বলেই জানানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করা হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত বায়ুসেনা প্রধানের

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আর কয়েকদিন বাদেই বায়ুসেনা প্রধানের পদ থেকে অবসরগ্রহণ করবেন বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া। তার আগে মঙ্গলবার দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন তিনি।

আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধানের পদ থেকে অবসর নেবেন চিফ এয়ার মার্শাল বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতে চলেছেন এয়ার মার্শাল রাকেশ কুমার সিং ভাদাউরিয়া। ১৯ সেপ্টেম্বর বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়। এদিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি বৈঠকও করেন তিনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে ২০১৭ সালে দেশের ২৫তম বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন বীরেন্দ্র সিং ধানোয়া। ৩০০০ ঘন্টা যুদ্ধবিমান চালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধানোয়া রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমি, দি ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি, ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ ওয়েলিংটনের প্রাক্তনী।

সাংবাদিকের উপর হামলা দুর্ভাগ্যজনক : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ছিনতাইবাজদের হাতে সাংবাদিকের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাকে দুঃখজনক ও দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। পাশাপাশি অপরাধীদের যাতে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় সেই বিষয়ও সওয়াল করেছেন তিনি।

মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, মহিলা সাংবাদিকের উপর ছিনতাইবাজদের হামলার বিষয়ে জানতে পেরেছি। বিষয়টি দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক। অপরাধীদের কঠোর সাজা দেওয়া উচিত। দিল্লিতে অপরাধমূলক কাজকর্মের প্রবণতা কমাতে হল সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার বিকেলে দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক এলাকায় বাইকে করে আসা দুই ছিনতাইবাজ সাংবাদিক জয়মালা বাগচির উপর চড়াও হয়। অটো থেকে বের করে তাঁর সর্বস্ব লুট করে ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় ওই দুই ছিনতাইবাজ। ধ্বস্তাধস্তিতে আহত হন জয়মালা। স্থানীয়রা এসে তাঁকে উদ্ধার করে উ দিল্লি পুলিশের তৎপরতায় তাঁকে এইমসে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন চোওয়ালের আঘাত গুরুতর। সেলাই হয়েছে থুতনিতে। গোটা ঘটনার তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সামনে এল কৌশিকের 'কেদারা'

কলকাতা,২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একা একটা মানুষটার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভবউ তবে,অনেক মানুষকেই তো একা থাকতে হয়উ এবার সেই একা থাকার গল্প বলবেন পরিচালক তথা অভিনেতা কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় উ ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ''কেদারা'' ছবিতে এরকমই এক গল্প বলবেন কৌশিক উ সামনে এল ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত-র ''কেদারা''-র ট্রেলার। যে কোনও গল্পের শুরুতেই অনেক ওঠা-পড়া, চড়াই উৎরাই থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা একটা রূপকথা হয়ে যায়। 'কেদার'-ও এখন একটা রূপপথা। এই ছবির গল্প বুঝতে শেখাবে যতই বড় হই না কেন আমরা, মনের ভেতরে এখনও লুকিয়ে রয়েছে একটা শিশুউছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়কে। এছাড়াও ছবিতে দেখা যাবে রুদ্রনীল ঘোষ, বিদীপ্তা চক্রবর্তী মৌসুমি সান্যাল দাশগুপ্তর ছাড়াও আরও অনেককেউআগামী ১ নভেম্বর মুক্তি পাবে ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত ছবি ''কেদারা''।

সাফল্যের মূলমন্ত্র হল নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ়তা আর সংকল্প ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ সেপ্টেম্বর।। সাফল্যের মূলমন্ত্র হল নিয়মানুবর্তিতা, দৃঢ়তা আর সংকল্প। এই ভাবধারায় জীবনধারাকে চালিত করতে পারলে সাফল্য আসবেই। এই আদর্শ নিয়েই কাজ করছে এনএসএস। আজ আগরতলা টাউন হলে এনএসএস এর স্বর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন ও দুদিন ব্যাপী ষষ্ঠ রাজ্য ভিত্তিক এনএসএস এর উৎসবের উদ্বোধন করে এই কথাগুলি বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন কোন ব্যক্তিকে সফল হতে গেলে, অবশ্যই তাকে শৃঙ্খলাপরায়ন হতে হবে। তিনি কোন ক্ষেত্রে কাজ করছেন সেটা মুখ্য বিষয় নয়। নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থেকে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেলে যে কোন ক্ষেত্র থেকেই ব্যক্তি সাফল্য পেতে পারেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর অন্যতম নিদর্শন। নিয়মানুবর্তিতা দৃঢ়তা ার কাজ করার সংকল্পকে আদর্শ করে দেশকে সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে তিনি অবিচল। দেশের অর্থনীতিতে যেমন তাঁর সুদূর প্রসারী চিন্তাধারা প্রতিফলিত হচ্ছে, তেমনি পরিবেশ রক্ষায়ও তিনি অগ্রনী ভূমিকা নিচ্ছেন। কর্পোরেট সেক্টরে করছাড়া দেওয়ায় দেশে আর্থিক লগ্নি বৃদ্ধি পাবে। এতে অর্থনীতি মজবুত হবে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে তিনি যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন তা অধিকতর সহজ হবে। দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে তিনি যে জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছেন তা অধিকতর সহজ হবে। তিনি বলেন, এন এস এস সেবামূলক মানসিকতা নিয়ে সমাজের জন্য কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য রাখার সময় সুকান্ত সরকার নামক একজন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবককে অভিনন্দন জানান, যিনি ৩৯ বছর বয়সে ৬৪ বার রক্তদান করেছেন। সুকান্ত সরকারের প্রসঙ্গ টেনে তিনি এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকদের সামাজিক কাজে অনুপ্রাণিত করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিবেশ দূষণ রোধ করতে প্রধানমন্ত্রী, 'একবারের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক থেকে ভারতকে মুক্ত করতে চাইছেন। রাজ্যেও প্রধানমন্ত্রীর এই আহ্বানকে সামনে রেখে একবারের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক মুক্ত করার সংকল্প নিতে হবে। রাজ্যকে সার্বিক দিক দিয়ে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে যেতে অঙ্গিকারবদ্ধ হয়ে কাজ করছে সরকার। তিনি বলেন উন্নয়ন শুধুমাত্র শহরকেন্দ্রীক হবে এমন নয়, শহরের পাশাপাশি গ্রামস্তরের ব্যাপক উন্নয়নেও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। জনজাতিদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনজাতি অধ্যুষিত ১২টি ব্লকসে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই ১২টি ব্লকের উন্নয়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে যেন ঐ ব্লকগুলি তিনবছরের মধ্যে অন্যান্য ব্লকের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারে। তিনবছরে এই ১২টি ব্লকের উন্নয়নে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তিনি বলেন সরকার প্রতিটি পরিবারের জন্যই কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে চাইছে। স্ব-উদ্যোগীদের বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে। আগারতলা শহরকে আধুনিকতম শহর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য সরকার নির্মাণক্ষেত্রে নিয়মনীতি সংশোধন করেছে। ত্রিপুরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অথরিটির মাধ্যমে বহুতলবিশিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য লাইট হাউস নির্মানেও সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আইটিহাব, চক্ষু হাসপাতাল, শিশুদের জন্য আলাদা হাসপাতাল, ফাইভ স্টার হোটেল ইত্যাদি আধুনিকতম পরিকাঠামোর ত্রিপুরাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এনএসএস-এর স্বর্ণজয়ন্তী ও রাজ্যভিত্তিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মরণিকা 'সেবা'এর মলাট উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে যুববিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী মনোজকান্তি দেব বলেন, সমাজসেবার মধ্যদিয়ে ছাত্র, যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এনএসএস'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধির স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর জন্মশত বর্ষে ১৯৬৯ সালে ২৪ সেপ্টেম্বর এই জাতীয় সেবা প্রকল্পের সূচনা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ১৯০ বছরের দীর্ঘ ইংরেজ শাসনে ক্ষতবিক্ষত ভরতকে পুনরায় নির্মান করা এবং সমাজের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধান করা। বর্তমান দেশের ৩০০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চবিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা সংসদের অধীনে ৩৯ লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন। তারা সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। ত্রিপুরায় এনএসএস এর বিভিন্ন সামাজিক কাজের কথা উল্লেখ করে তিনি এর প্রশংসা করেন। তিনি বলেন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবকের সেবামূলক মানসিকতা রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি প্লাস্টিকমুক্ত ও নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার আহ্বান জানান। শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য স্বেচ্ছাসেবকদের তিনি নিয়মিতভাবে সেবামূলক কাজে নিয়োজিত রাখার আহ্বান জানান।অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এনএসএস এর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আঞ্চলিক অধিকর্তা দীপক কুমার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন এনএসএস এর স্টেট নোডাল অফিসার ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক। অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক দপ্তরের সচিব ড. দেবাশিস বসুও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সেবামূলক কাজে বিশেষ অবদানের জন্য ৭ জন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার ও তৎসঙ্গে ৭টি এনএসএস ইউনিট, ২৫ জন এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ সেবামূলক কাজে উৎকর্ষতার জন্য ওপেন এনএসএস এর প্রোগ্রাম অফিসলার ও অপর একজনকে পুরষ্কার প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য অতিথিরা তাদের হাতে স্মারক তুলে দেন। দুদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মত বিনিময় আলোচনা, সচেতনতামূলক আলোচনাসভা ইত্যাদি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

এনআরসি নিয়ে রাজ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে তৃণমূল, দাবি দিলীপের

শিলিগুড়ি, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : জাতীয় নাগরিক পঞ্জী (এনআরসি) নিয়ে মানুষের মনে ভয় তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনআরসির ভয় কেউ আত্মঘাতী হলে তার জন্য দায়ী থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে এমনই দাবি করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন এনআরসির জন্য রাজ্যে আত্মঘাতী হয়েছে ছয়জন। এই প্রসঙ্গে পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ জানিয়েছেন, এমন ধরণের ভয়ের পরিবেশ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন কোণে সভা করে এই বিষয়ে অপপ্রচার চালিয়েছেন তিনি। এনআরসির জন্য কেউ আত্মঘাতী হলে তার দায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। পশ্চিমবঙ্গে এনআরসি কোনও বিষয়ই নয়। তা স্বীকারও করে নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। নোটবন্দির সময়ও কারও যদি পথ দুর্ঘটনা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মৃত্যু হত, তবে সেই মৃত্যুর জন্য নোটবন্দিকে দায়ী করা হত। এখন ডেঙ্গুতে কেউ প্রাণ হারালে তার দায় চাপানো হচ্ছে এনআরসির উপর। তিনি আরও জানিয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের মনে ভয় ধরাতে চাইছে। তৃণমূল ছেড়ে দিয়ে যারা বিজেপিতে যোগ দিয়েছে। তারা যাতে ফের পুরনো দলে চলে আসে সেই জন্য এই চক্রান্ত রাজ্যের শাসকদলের। কিন্তু রাজ্যের মানুষ বোকা নয়।

অন্যদিকে, আর কদিন পরেই রাজ্যে আসার কথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের। পয়লা অক্টোবর নেতাজি ইন্ডোরে এনআরসি নিয়ে সভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যেই খবর রটে যায়,হেলিকপ্টারে রাজ্যে আসবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এদিন যার খোলসা করে দিলীপ ঘোষ বলেন, কোনও হেলিকপ্টার নয়, বিমানেই রাজ্যে আসবেন বিজেপির সভাপতি। তবে এটা ঠিক যে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

ঝাড়্গামে হাতির আক্রমনে আহত ব্যক্তি

ঝাড়্গাম, ২৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ফের হাতির আক্রমনে আহত হল এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার বেলিয়াবেড়া থানার কালিঞ্জা গ্রামে। বনদফতর জানিয়েছে আহত ওই ব্যক্তির নাম সুজয় ঘোষ (৩৮)।

জানা গিয়েছে এদিন সকালে সুজয় বাবু প্রাতঃকৃত্য করার জন্য বাড়ির বাইরে বেরিয়েছিল। সেই সময় একটি দাঁতাল সুজয় বাবুকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারে। তারপর তার পায়ে একটি দাঁত ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু বরাত জোরে বেঁচে প্রাণে বেঁচে যায় তিনি। স্থানীয় মানুষজনেরা তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে ঝাড়্গাম জেলা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। পরে সেখানে তার শারিরীক অবস্থার অবনতি হলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে সোমবার সাঁকরাইল ব্লকের দিক থেকে একটি দলছুট দাঁতাল বেলিয়াবেড়া থানার বনডিহা এলাকার একটি ধান মিলে তান্ডব চালিয়েছিল।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।